মায়া ভাগীরথী তীর্থ তথায় আরোপিল।
গঙ্গার সমীপে এক পুরী নিরমিল॥
সেই পর্ব্বতের মধ্যে মুনিবেশ ধরে।
অর্জ্জুনের স্থানে আসি আশীর্ব্বাদ করে॥
আহ্মি শুনি আসিয়াছি আশ্রমের মাঝ।
তপস্যা না করিতে দে রাক্ষসের রাজ॥
তুহ্মি মহা ধনুর্দ্ধর বীর অবতার।
পুণ্য ফলে আইলা তুহ্মি আশ্রমে আহ্মার॥
স্নান করিয়া গঙ্গাজলে ফল মূল খাও।
অতিথি হইয়া তুহ্মি এথা হতে জাও॥
রাক্ষসের মন্ত্র মুই দিমু তোহ্মারে।
তবে সে পারিবা রাক্ষস বধিবারে॥
রহ মোর আশ্রমেত বীর ধনঞ্জয়।
শান্ত হইয়া স্নান করি গঙ্গাজল খাও॥
অর্জ্জুনে জানিল যত রাক্ষসের মায়া।
ধরিয়াছে মুনি বেশ গূঢ় করি কায়া॥
এহি ভীষণ হেন মনে কৈল সার।
বাণ জালে করিলেক তাহার সংহার॥
মায়া না রহিল দেখি নিজরূপ ধরে।
মুনি বেশ ছাড়িয়া ভীষণ আগুসরে॥
ব্যর্থ হইল রাক্ষস হরিল মায়াজাল।
অর্জ্জুনেহ অস্ত্র তবে যুড়িল তৎকাল॥
ভীষণ সংহার করি বীর ধনঞ্জয়।
লুটিল নগর যত প্রসন্ন হৃদয়॥
বহুধন মাল রত্ন রথ অশ্ব গজ।
রাক্ষস মারিয়া ঘোড়া নিল কপিধ্বজ॥
রাক্ষসের পুরী খণ্ড সকল বিচারি।
তথা হতে চলিল ঘোটক অনুসারি॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনন্ত ভক্ত লোকে কর্ণ ঘটভরি॥
ইতি ভীষণ যুদ্ধ সমাপ্ত।

পরম সানন্দে চলে সৈন্য বলবন্ত।
কতদিনে গিয়া মণিপুরে মিলন্ত॥
সেই পুরীর রূপ গুণ কহিতে না পারে।
যত্ন করি বিধাতায় লিখিয়াছে তারে॥
সর্ব্বজন পুণ্যবন্ত ধর্ম্মবন্ত ইষ্ট।
সর্ব্বজন বলবন্ত সর্ব্বজন নিষ্ঠ॥
বেদশাস্ত্র পরায়ণ সত্যবন্ত শীল।
ঘরে ঘরে যজ্ঞ হোম অতিথি তর্পিল॥
বহু বহু বিশারদ অতি পুণ্যবন্ত।
মহাজন দেখিয়া বিমুখ না হওন্ত॥
অপভাষা বচন নাহিক প্রকার।
হীন জনে কহে কথা সংস্কৃত-সার॥
প্রতিদিন উৎসব করেন্ত ঘরে ঘরে।
রোগ শোক দারিদ্র্য তথা না সঞ্চরে॥
বব্রুবাহা নামেত তথা আছে রাজা।
নিজ বাহু বলে জিনিয়াছে প্রজা॥
হেন রাজ্য দেখিলন্ত পার্থ মহাসত্ত্ব।
হংসধ্বজ নৃপতিত জিজ্ঞাসেন তত্ত্ব॥
কিনাম নগরী এহি অতি রূপবতী।
কোথা নাহি দেখি এমত বসতি॥
কোন রাজা বসে এথা কহ বলবন্ত।
কহ হংসধ্বজ রাজা শুন মতিমন্ত॥
নিকটে বৈস তুহ্মি উদার-চরিত্র।
কহ রাজা শুনি এসব চরিত্র॥
পার্থের বচন শুনিয়া তখন।
হংসধ্বজ রাজাএ কহে এসব বিবরণ॥
এহি মণিপুর অতি দিব্য স্থান।
সর্ব্বজন বিষ্ণুভক্ত রণে বলবান্॥
বব্রুবাহা এহার নাম নরপতি।
প্রথম যৌবন রাজা বলবন্ত অতি॥

যাহা বড় হএ সে জে বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর।
সমস্ত এহি রাজা যেন রুদ্রবর॥
আহ্মি হেন নরপতি সকলে সেবে তাক।
দ্বারেত আছএ তার আহ্মি হেন লাক॥
সুবুদ্ধি সংজ্ঞক তার আছে সেনাপতি।
কার্ত্তিকের সম সব ধরয়ে শকতি॥
আছে কৈ বভ্রুবাহা রাজাক জিনিব।
সুবুদ্ধি জে সেনাপতি তাকে না পারিব॥
সেনাপতি সুবুদ্ধি জখনে আসিব রণে।
বড় বড় রাজা সব পলাইব তখনে॥
হেন সঙ্কট স্থানে আইল তোর হয়।
না জানি কি ফলে আহ্মি শুন ধনঞ্জয়॥
যদি তোর ঘোড়া ধরে এহি নরপতি।
না পারিব আনিবারে তোহ্মার শকতি।
হংসধ্বজ রাজাএ কহিতে কথন।
অকস্মাৎ গৃধ্র পক্ষী আইল ততক্ষণ॥
গগনে ভ্রমিতে পার্থ কিরীটি উপরে।
পড়িল আসিয়া দেখে সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরে॥
অমঙ্গল দেখি সব অমঙ্গল চিহ্ন।
অর্জ্জুনের শরীরে হইল প্রভা হীন।
সর্ব্বজন চিন্তিত অনিষ্ট আলোকিয়া॥
সর্ব্বজন ক্ষুব্ধ হইল ভয় বিসর্ষিয়া॥
হেন কালে সে তুরগ প্রবেশে নগরে।
কুতূহলে সেই অশ্ব নগরে সঞ্চরে॥
নৃপতির তুরগ বেড়ায় মহাবীর।
সঞ্চরিয়া জাএ হয় পূর্ব্ব প্রাচীর॥
বভ্রুবাহা রাজাএ শুনিল বিবরণ।
গৃহ হন্তে রাজা নিঃসরে তখন॥
সভা মণ্ডপেত রাজা আসিয়া বসিল।
বহু পাত্র মিত্রে পরিচর্য্যা আরম্ভিল॥
মোমের প্রদীপ জ্বলে রাজা বিদ্যমান।
সিংহাসনে বসিয়া আছে ইন্দ্রের সমান॥
হেন কালে ঘোড়া ধরি দিলেক গোচর।
আপনে পড়ন্ত রাজা পত্রের অক্ষর॥
পাণ্ডুবংশে সম্ভব রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনা পুরীত রাজা অতি মহাবীর॥
জ্ঞাতি-বধ-পাতক ভয়ে পুণ্য করিবার।
আরম্ভিল অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার॥
কনিষ্ঠ সহোদর ধনঞ্জয় মহারথী।
অশ্ব সঙ্গে নিয়োগিছে তাকে নরপতি॥
যে রাজার শক্তি থাকে ঘোটক ধরৌক।
শক্তি হীন নরপতি শরণে পশৌক॥
বভ্রুবাহা নরপতি পড়িয়া লিখন।
পাত্র মিত্র সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসে বচন॥
যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ অর্জ্জুন পুণ্যবন্ত।
তীর্থযাত্রা হেতু তথা ক্ষিতি ভ্রমন্ত॥
গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদা নাম।
নব রসে কলাবতী গুণে অনুপম॥
পার্থে বিবাহ করিল আছিল কারণে।
কতকাল আছেন শ্বশুর-ভবনে॥
তাহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
আহ্মার জন্ম হইল গন্ধর্ব্ব নগরে॥
তবে মোর মাতাকে এড়িয়া ধনঞ্জয়।
যুধিষ্ঠিরে দেখিবারে গেলেন্ত রাজায়॥
মহা মহা গন্ধর্ব্ব নৃপতি বিদিত।
নৃত্য করে মাও মোর অতি সুললিত॥
দৈবগতি তাল ভঙ্গ হইল দেখিয়া।
শাপিলেন্ত মাতামহ ক্রোধ আচরিয়া॥
কুম্ভীরিণী হইয়া তুহ্মি রহ গিয়া জলে।
এহি শাপ দিল তোহ্মা মোর আয়ুবলে॥

তবে রুষ্ট হইয়া যদি এহি শাপ দিল ।
শাপের বিমুক্তি তবে এমন কহিল ॥
দৈবগতি ধনঞ্জয় আইসে এহি জলে ।
তার দুই পাদপদ্ম পরশ করিলে ॥
তবে তোর সেই শাপ হব বিমুকতি ।
স্বামী পয়ে নারীর আর নাহি গতি ।
এহি শাপ পাইয়া মোর মাও গেল জলে ।
আহ্মি রহিলাম এহি মণি পুর স্থলে ॥
নাগকন্যা নির্জ্জনে অপর বণিতা ।
উলুপী তাহার নাম অতি সুচরিতা ॥
তেহ্নি আসি মোরে পুষিল চিরকাল ।
তাহান প্রসাদে আহ্মি হই মহীপাল ॥
একারণে জনক মোর হএ ধনঞ্জয় ।
ঔরস সম্ভব আহ্মি তাঁহার তনয় ॥
রাজার বচনে মন্ত্রী কহে সহসাত ।
নিবেদন করো মুই শুন নরনাথ ॥
বাপের চরণে ভক্তি পুত্রের আচার ।
চারিবেদ বুঝাইছে হেন ব্যবহার ॥
আগে তান ঘোড়া তুহ্মি না জানি ধরিলা ।
অজ্ঞাত তুহ্মি এহি অপবাদ কৈলা ॥
ঘোড়া লইয়া তুহ্মি তাহান বিদিত ।
করিবা অনেক ভক্তি পড়িয়া ভুমিত ॥
যত মহাবীর আছে তোহ্মার নগরে ।
বৎসরেক ভ্রম গিয়া ঘোড়া রাখিবারে ॥
বাপের নিদেশ পাল ধর্ম্মপথে রহ ।
রাজাধন জন যত সব সমর্পহ ॥
তেহ্নি এথা রাজা হইয়া থাউক নগরে ॥
ঘোড়া রাখিবারে তুহ্মি চলহ দেশান্তরে ॥
গুরুজন সেবা এহি সে সেবা ধর্ম্ম ।
অতি শীঘ্র নরনাথ কর এহি কর্ম্ম ॥

মন্ত্রীর বচনে রাজা প্রসন্ন হইলা ।
সাধু সাধু করি তাহাকে প্রশংসিলা ॥
আদেশ করিলা বভ্রুবাহা নরপতি ।
সত্বরে চালাও যত সৈন্য সেনাপতি ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী পুরুষ সকল ।
সঙ্গে মোর চলিবেক মন কুতুহল ॥
অন্তঃপুরে যত নারী চলহ ত্বরিতে ।
জনকের পায়েত প্রণাম করিতে ॥
বহুধন মণি রত্ন লইয়া উপহার ।
চলিলেক সর্ব্বজন অর্জ্জুন দেখিবার ॥
মঙ্গল করোক গিয়া মাঙ্গলিক জনে ।
উচ্চৈঃস্বরে বেদ পঢ়ুক বিপ্রগণে ॥
এহি রাত্রিকালে আহ্মি করিব গমন ।
প্রণাম করিব গিয়া জনক চরণ ॥
এহি বুলিয়া নরপতি চলিল সত্বরে ।
যত রাজ্য খণ্ড লইয়া বাহির নগরে ॥
এথা ধনঞ্জয় লইয়া সৈন্য সহচর ।
ব্যূহ করি রহিয়াছে করিতে সমর ॥
আনন্দ হইয়া ব্যূহ করিয়া আছেন্ত ।
আপনেই পার্থবীর তথাএ মিলন্ত ॥
যত যদুবংশ বীর আছেন্ত সাজি ।
সর্ব্বজন সাজিয়াছে আনিবারে বাজি ॥
নীলধ্বজ রাজা আর হংসধ্বজ ।
যুদ্ধ হেতু রহিয়াছে আরোহিয়া গজ ॥
কর্ণের নন্দন বীর আছে সাবধান ।
মেঘবর্ণ সাজি আছে অতি বলবান ॥
হেন বভ্রুবাহা রাজা মহাযোদ্ধাপতি ।
তথাতে যে গজস্কন্ধে চলে শীঘ্রগতি ॥
দূরে থাকি গজ এড়ি ভুমিপাদ হইয়া ।
হাটিতে হাটিতে আইসে কুতুহল হইয়া ॥

ক্ষণে দূর থাকিতে মাথা নাম্বাইয়া।
বহু উপহার আনে আনন্দিত হইয়া॥
জয় শঙ্খ মঙ্গল করিতে রণমাঝ।
অন্তঃপুর মধ্যে করিয়া মহারাজ॥
যজ্ঞের ঘোটক রথে করি আপনার।
বহুবিধ মণি রত্ন লইয়া উপহার॥
অর্জ্জুন দেখিয়া রাজা ভূমিষ্ঠ পড়িল।
করপুট অঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিল॥
লক্ষ লক্ষ রাজ্য খণ্ড হইয়া একত্তর।
দণ্ডবতে প্রণমিল অর্জ্জুন গোচর॥
অন্তঃপুর বাসিনী যতেক নারীগণ।
প্রণমন্ত সবে মিলি পার্থের চরণ॥
রত্নমণি অশ্বগজ রথ বহুতর।
সকল দিলেন্ত আনি পার্থের গোচর॥
মাথে তার পদ থুইয়া বিচস্থি বসনে।
প্রণতি করিয়া বোলে পার্থের চরণে॥
তোহ্মার তনয় মুই তুহ্মি মোর পিতা।
চিত্রাঙ্গদা মাও মোর তোহ্মার বনিতা॥
যখনে চলিলা তুহ্মি তীর্থ করিবার।
তোহ্মার ঔরসে জন্ম হইল আহ্মার॥
চিত্রাঙ্গদা মাএ মোর উদরে ধরিল।
নাগকন্যা উলুপীএ পালন করিল॥
না চিনিয়া ঘোড়া মুই ধরিলুম প্রথম।
পত্র পড়িয়া পাছে মুই জানিলুম ক্রম॥
রাজ্যধন জন যত গ্রহণ করহ।
করিয়াছি অপরাধ ক্ষমা করহ॥
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে মুই ঘোটক রাখিতে।
আজ্ঞাকর মহাশয় চলহ স্বরিতে॥
এবুলিয়া পুনি তান চরণে পড়িল॥
কিছু না বুঝিয়া পার্থ স্থগিতে আছিল॥

প্রদ্যুম্ন কুমারে তবে পার্থ বোলন্ত।
বভ্রুবাহা নৃপতিএ তোহ্মারে বিনয় করন্ত।
পুত্রের তরে পার্থ আজ্ঞা করহ।
উপহার আনিয়াছে গ্রহণ করহ॥
তাসবার কথা শুনি পার্থ মহাবীরে।
ক্রুদ্ধ হইয়া চরণে ক্ষেপিল তাহারে॥
বেশ্যাবার্য্যে চিত্রাঙ্গদাএ তোহ্মারে ধরিল।
মোর বীর্য্যে সর্ব্বথাএ তুহ্মি না জন্মিল॥
জ্ঞানে ধরিলেক ঘোড়া আপনার বলে।
প্রথমে আহ্মার ঘোড়া তুহ্মি কেহ্নে নিলে॥
কোন যুদ্ধ করিয়া ভয় পাইলে দুরাচার।
বেশ্যাবৃত্তি করিয়া আনিলে উপহার॥
আহ্মার ঔরসে জন্ম হইলে ভয়ে ভীত।
কোথা সিংহ অভিমন্যু সংগ্রামে পণ্ডিত॥
চক্রব্যূহ ভেদিলেক দ্রোণ না গণিয়া।
তর্পিলেক ভীষ্ম বীর সমর করিয়া॥
কোথা সিংহ অভিমন্যু সুভদ্রা নন্দন।
কোথায় শৃগাল তুহ্মি ভয়-ভীত মন॥
মোর বাণে সৈন্য তোর রণে না পড়িল।
তোহ্মার হৃদয়ে মোর বাণ না লাগিল॥
কোন ভয় হেতু পাপ শরণ লইলে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তুহ্মি কিছু না রাখিলে॥
নর্ত্তকী তোহ্মার মাও বেশ্যা ব্যবহার।
বীর যোগ্য না হও তুহ্মি কুলাঙ্গার॥
নর্ত্তকী সভাত তুহ্মি নৃত্য কর গিয়া।
চলরে পাপিষ্ঠ তুহ্মি ধনু বিসর্জ্জিয়া॥
অর্জ্জুনের এসব কথা শুনিয়া নিষ্ঠুর।
বভ্রুবাহা নরপতি রুষিল প্রচুর॥
হাসিয়া কুমারে বোলে শুনরে পাণ্ডব।
পাণ্ডু ক্ষেত্রেও তুহ্মি ইন্দ্র সম্ভব॥

আপনা পসার মোরে মন্দ বলহ।
মোর মাতা বেশ্যা হেন সভাতে কহ ॥
মোর মাও পরিহরি গেলা নিজ দেশ।
পুনি না আইলা তুহ্মি কহিএ বিশেষ ॥
সে পাপের ফল আজি পাইবা সমরে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আজি দেখাইমু তোরে॥
চলরে সুবুদ্ধি সেনাপতি ত্বরমাণ।
নারীগণ চলি জাউক পুরীত আপন ॥
ঘোড়া ধরি আনিবারে বোল পুরীর ভিতর।
গজ বাজি সৈন্য মোর আসুক বিস্তর ॥
যত সেনাপতি মোর আসুক ত্বরিত।
রথধ্বজ সারথি আনহ বিদিত ॥
বভ্রুবাহা নরপতি চড়িল জে রথ।
গাএর কবচ আর হাতের ধনু শত ॥
রণে বড় উপযুক্ত অর্ব্বুদেক গজ।
সাত কোটি রথ আইল উচ্চতর ধ্বজ ॥
হেন মহা মহা সৈন্য বভ্রুবাহা যোধ।
যুদ্ধ হেতুত আইল ছাড়িয়া উপরোধ ॥
নিরন্তর বহুবাদ্য অতি ঘোরতর।
সিংহনাদ বহুতর করন্তি নির্ভর ॥
ধনুক টঙ্কার জেন শুনিয়া নির্ঘাত।
সাজি আইল নরপতি মণিপুর নাথ ॥
মহারথে আরোহিয়া হাতে ধনুশর।
অর্জ্জুনের স্থানে করিতে সমর ॥
পিতৃভাবে তোহ্মারে কহিনু অর্চ্চিয়া ॥
মন্দ বোল মোহাকে অধর্ম্ম না গণিয়া।
হাতেত গাণ্ডীব লইয়া গুণ করত।
সমরেত গোটাকত বাণ মোর সহ ॥
দুই সৈন্যে একত্র হইয়া রণ আরোপিল।
বভ্রুবাহা নরপতি পার্থ আহুতিল ॥

বীর-দর্প করে উদ্দেশিয়া ধনঞ্জয়।
তা দেখিয়া বোলে অনুশাল্ব মহাশয় ॥
আরোহিয়া দিব্য রথে আইল নরপতি।
বভ্রুবাহা সনে রণ করে মহামতি ॥
ধনুত টঙ্কার করি করে সিংহনাদ।
নববাণ লইলেক হত অবসাদ ॥
আকর্ণ পূরিয়া অনুশাল্বে বাণ এড়ে।
বভ্রুবাহা নরপতির হৃদয়েত পাড়ে ॥
সহিয়া তাহার বাণ বভ্রুবাহা বীর।
শতবাণ মারে অনুশাল্বের শরীর ॥
অনুশাল্বে বাণ কাটি পাড়ে অর্দ্ধপথে।
তুমুল করএ যুদ্ধ দুই মহারথে ॥
অন্যোন্যে বাণ মারে অন্যোন্যে ভেদে।
দুইজনে বাণ এড়ে দুইজনে ছেদে ॥
বাণ ফুটিয়া দুই বীর শিথিল শরীর।
ধারা রূপে দুহান পড়য়ে রুধির ॥
তবে বভ্রুবাহা বীর অর্জ্জুন-নন্দন।
চারিবাণে চারি ঘোড়া বিন্ধে ততক্ষণ ॥
সারথি কাটিয়া ধ্বজ ছেদিল তাহার।
ধনু কাটি পাড়িলেক অনুশাল্ব রাজার ॥
অনুশাল্ব আর রথে করি আরোহণ।
আঁর ধনু হাতে লইল করিবারে রণ ॥
বড় বীর অনুশাল্ব রুষিল সমরে।
বভ্রুবাহা নরপতির বাহী দিল হরে ॥
ধ্বজ অশ্ব সমে রথ কৈল চূর্ণবত।
হাতের ধনুক বাণ কাটে মহাসত্ব ॥
সহস্রেক বাণে বিন্ধি তাহান শরীর।
সিংহনাদ করে অনুশাল্ব মহাবীর ॥
ক্রুদ্ধ হইল বভ্রুবাহা হইয়া বিরথী।
আর ধনু করে লইল মহামতি ॥

অনুশাল্ব রাজার কাটিলেক রথ।
অনুশাল্ব রাজা হইল ভূমিত॥
ক্রুদ্ধ হইয়া অনুশাল্বে গদা প্রহারিল।
বক্রবাহার বাণ আসিতে তিনখণ্ড কৈল॥
গদা কাটিয়া নববাণ যোড়ে মহাবল।
অনুশাল্ব নরপতিরে করিল বিকল॥
হৃদয়ে লাগিল বাণ মর্ম্মেত লাগিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া অনুশাল্ব ভূমিত পড়িল॥
তাহাক মূর্চ্ছিত দেখি অনুশাল্ব মনে।
প্রদ্যুম্ন কুমার আইল হাতে শরাসনে॥
থাক থাক করিয়া ডাকয়ে মহাশয়।
দশ বাণে বিন্ধিলেক পার্থের তনয়॥
সহিয়া তাহান বাণ বক্রবাহাবীর।
অযুত অযুত বাণে বিন্ধিল শরীর॥
তুমুল সংগ্রাম করে দুই বলবান।
কৃষ্ণ পুত্র ধনঞ্জয় সুত বলবান।
অন্যোন্য বিরথী করন্ত দুইবীর।
অন্যোন্য রণ করে নির্ভয় শরীর॥
পুনি রথে আরোহন্ত হসন্ত বিরথী।
আকাশে উঠন্ত ক্ষণে ক্ষণে পদ রথী॥
দুই জনে মহারণ করএ তুমুল।
কার রণে কেহ নাহএ বিহ্বল॥
নিযন্ত্র হইয়া দুই পড়ে ভূমিতল।
মূর্চ্ছিত হইল দুইজন পড়িয়া ভূতল॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পাইয়া দুই মহাশয়।
গদা লইয়া মহাযুদ্ধ করে অতিশয়॥
দুইবীরে যুদ্ধ কুতূহলে করি।
সশ্য অপসরা জেন দুই মহাবলী॥
ক্ষণেকে মূর্চ্ছিত ক্ষণেকে উঠন্ত।
পুনি পুনি দুইবীরে গদা প্রহারন্ত॥

পুনি রথে আরোহিয়া হএ অস্ত্রধারী।
প্রাণ উপেক্ষিয়া রণ করয়ে কেশরী॥
দুইজনে রণ করে নাহিক নিবার।
কেহ কারে করিবারে নাপারে সংহার॥
একক প্রদ্যুম্ন জিনিতে না পারিল।
মায়া যুদ্ধ করিয়া দৈন্য সংহারিল॥
তাহাকে দেখিয়া অনুশাল্ব যৌবনাশ্ব।
সুবেগ আইল যুদ্ধ করিবারে আশ॥
হংসধ্বজ রাজা আইল করিবারে রণ।
সাত্যকি আইল রণে হইয়া ক্রোধমন॥
আইল সুবেগ রণে যুদ্ধ সেনাপতি।
কৃতধর্ম্মাবীর আইল আপনে মহামতি॥
নীলধ্বজ রাজা আইল যুঝিবার।
ষট নিষট দুই আইল কুমার॥
মেঘবর্ণ কুমার আইল মহাবল।
কর্ণপুত্র বৃষকেতু রণস্থল॥
যদুবংশে পাণ্ডু-বংশে যত সেনাগণ।
বক্রবাহার সহিতে একত্রে দিল রণ॥
অর্জ্জুন-নন্দন বীর অর্জ্জুন সমান।
রুদ্র সমান হয় অতি বলবান॥
যত বীর দেখিয়া বক্রবাহাএ হাসে।
স্থির আছে নরপতি রণেত হরিষে॥
সকল বীর বলবান্ করিয়া সংহার।
সিংহনাদ করিলেক অশেষ প্রকার॥
প্রদ্যুম্ন আদি যতবীর হইয়া একত্তর।
পুনি পুনি বাণ মারে তাহার উপর॥
সমাধানে নাহি যত বাণ পড়ে রথে।
আসিতে সংহারয়ে যতেক অর্দ্ধপথে॥
সকল বিমুখ করে কুমার প্রচণ্ড।
সকল বীরের তবে কাটিল কোদণ্ড॥

পঞ্চ পঞ্চ বাণ বিন্ধে এক এক বীর।
ভূমিত্ত পড়িল সব লোহিত শরীর ॥
সর্ব্ববীর পড়িলেক রণে মোহ পাইয়া।
সংহারে পাণ্ডব সৈন্য অবকাশ হইয়া ॥
পাকাতাল ফল জেন গাছ হত্তে পড়ে।
তেমত সৈন্যের মুণ্ড ভূমিতলে পড়ে ॥
মুণ্ড গজ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কৈল।
ভঙ্গ দিল পাণ্ডব সৈন্য একজন না রহিল ॥
তৃণরাশি দহএ জেমন হুতাস দুর্ব্বার।
চিত্রাঙ্গদা নন্দন বীর মহা ধনুর্দ্ধর ॥
রণে আইল বীর যুঝিত্তে সত্বর।

*　　*　　*　　*　　*

মহারথী যত ছিল লোহিত হইল।
তাহা দেখি ধনঞ্জয় সমরে রুষিল ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে উচ্চনাদ করি।
রথ আরোহিয়া যায় সমর-কেশরী ॥
গাণ্ডীবেত গুণ দিয়া করিল টঙ্কার।
বহু বহু ডাক ছাড়ে সমরে দুর্বার ॥
বাম চক্ষু উফরএ অমঙ্গল হেতু।
কম্পবান ধ্বজের যে হনুমন্ত কেতু ॥
রথের উপরে ভ্রমে গৃধ্রকাকগণ।
রক্তমাংস মহাসুখে করয়ে ভক্ষণ ॥
বাহন অনিষ্ট দেখিয়া মহাবীর।
পথে চলি যায় নির্ভয় শরীর ॥
বাপে পুত্রে যুদ্ধ না হএ ব্যবহার।
না মানিয়া ধনঞ্জয় জাএ যুঝিবার ॥
রণ মুখে দুইজন রহিয়া সশরে।
মায়া অনুরাগ করি বড় যুদ্ধ করে ॥
প্রাণান্তিক দুই বীরে করে মহারণ।
অন্যোন্যে পরস্পরে করিতে নিধন ॥

নিজ পুত্র কুশ সনে রাম নরপতি।
পূর্ব্বে জেন কৈল রণ হইয়া ক্রোধমতি ॥
সেই মত দুই জনে যুদ্ধ করেন্ত।
অহর্নিশি দুইজনে যুদ্ধ করেন্ত ॥
এ সকল মহা মুনি জে সব কহিল।
নৃপতি জনমেজয় তবে জিজ্ঞাসিল ॥
বড় অদ্ভুত কথা মুনি কহিলা এখন।
কুশ পুত্র সনে রামে কেন্থে কৈল রণ ॥
এ কথা শুনিত্তে মোর মন কুতূহল।
শ্রীরাম সনে যুদ্ধ কেন্থে কৈল কুশলব ॥
শ্রীযুত নরপতি জনমেজয় স্থানে।
মহা মুনি মিলিয়া কহিল অনুষ্ঠানে ॥
এহিরূপে যুঝি রাম পুত্রের সহিত।
ঘোড়ার কারণে যুদ্ধ করে অনিবারিত ॥
অর্জ্জুনেত বক্রবাহা নাম পুত্র সমে।
ঘোড়ার কারণে যুদ্ধ করে অনুপমে ॥
মহাযুদ্ধ করিলেক বীর ধনঞ্জয়।
সমরেত শাস্ত হৈল দেখি অতিশয় ॥
তাহাক পাছু করি হংসধ্বজ নরপতি।
যুদ্ধ করিবারে আইল বক্রবাহার সংহতি ॥
রণে বিশারদ রাজা বৃদ্ধ কলেবর।
বক্রবাহার সৈন্য কাটি পাড়ে নিরন্তর ॥
সহস্রেক রথ কাটিলেক হংসধ্বজ।
পঞ্চশত কাটিয়া পাড়ে মত্তগজ ॥
বক্রবাহা নরপতির যত সেনাপতি।
হংসধ্বজে পাঠাইল যমের বসতি ॥
সেনাপতি মারিয়া রাজা মহাবল।
পঞ্চ অক্ষৌহিণী সেনা মারিল সকল ॥
আসিবারে বেলা কৃষ্ণ কৈলা সমর্পণ।
সেই ধরি রণে রাজা দুরন্ত শমন ॥

সৈন্যের দুর্গতি দেখি ক্রোধ হইল মনে।
বক্রবাহা রণে তবে আইল ততক্ষণে॥
বহু যুদ্ধ করিল হংসধ্বজ নরপতি।
ক্ষীণ হইল কলেবর টুটিল শকতি॥
বক্রবাহা তান রথ করিল খান খান।
হৃদয়ে মারিল বাণ সুদৃঢ় সন্ধান॥
মোহ খাইয়া ক্ষিতিতলে পড়ে নরপতি।
সুবেগ কুমার আইল রণে মহামতি॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির প্রধান কুমার।
বক্রবাহা সনে যুদ্ধ করএ অপার॥
ধ্বজ ছত্র ধনু টোন কাটিলেক বাণে।
শতশত বাণ তার হৃদয়েত হানে॥
এড়িল অমোঘ বাণ রণে ততক্ষণ।
সেই বাণে মোহ পাইল চিত্রাঙ্গদার নন্দন॥
ভূমিত পড়িল বীর নাহিক চেতন।
সিংহনাদ করে যৌবানশ্বের নন্দন॥
মোহিত বক্রবাহা এড়ি সুবেগ কুমার।
রণ মাঝে প্রবেশিল করি অহঙ্কার॥
প্রধান সহস্রেক মারিল মহারথী।
নবশত গজ মারে অতি শীঘ্র গতি॥
পঞ্চশত ঘোড়ার তনে লইল পরাণ।
অযুতেক পদাতি করিল সমাধান॥
শোণিতে বহএ নদী সমর মাঝার।
মোহ ছাড়ি বক্রবাহা উঠে আরবার॥
সুবেগ সহিতে যুদ্ধ আছিল বিস্তর।
মোহিত হইয়া পড়ে মহা ধনুর্দ্ধর॥
আগু পাছু না মানিয়া করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া রথা করয়ে নিধন॥
প্রদ্যুম্ন আদি বীর মোহিত করিয়া।
একে একে তানি আনিলেক ধরিয়া॥

সেই ক্ষণে তানভারে মহৌষধি দিয়া।
করন্তী চৈতন্য তবে উলুপী আসিয়া॥
নাগ কন্যা উলুপী বড় গুণবতী।
অর্জ্জুন-বনিতা সেই দেবেত ভকতি॥
তীর্থ যাত্রা কালে বিভা কৈল ধনঞ্জয়।
ইরাবন্ত নাম তাহার হইল তনয়॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পড়িল ইরাবন্ত।
সেই অবধি উলুপী বক্রবাহায় পালন্ত॥
পিতৃশাপে চিত্রাঙ্গদা গন্ধর্ব্ব নন্দনী।
নক্র হইয়া আছিল বক্রবাহার জননী॥
সেই নগরেত অর্জ্জুনের গমন হইল।
শাপ মুক্ত হইয়া সেই ঘরেত রহিল॥
সেই দুই আছন্ত বক্রবাহার ঘরে।
অর্জ্জুন সহিতে পুত্রে যুদ্ধ করে॥
মোহ পাইয়া অর্জ্জুনের যত বীরগণ।
একে একে থুইল নিয়া আপনা ভবন॥
মহৌষধি দিয়া উলুপীএ করে জীয়ন্ত।
নৃপতিএ তুরগ বান্ধিয়া রাখন্ত॥
যদু সৈন্য পাণ্ডু সৈন্য যত বীরগণ।
একে একে থুইল নিয়া আপন ভবন॥
সেই রাত্রির যুদ্ধে আর কেহ না রহিল।
যত বীর বন্দী করি সমরে আনিল॥
কর্ণপুত্র বৃষকেতু আর ধনঞ্জয়।
এহি দুই জন মাত্র তথাতে আছএ॥
অর্জ্জুনে বোলন্ত শুন আমার বচন।
মোর আজ্ঞা পাল তুম্মি কর্ণের নন্দন॥
দেশে চল যথা আছে রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রাণবন্ত হইয়া রহি গিয়া অচির॥
বংশেত আছ তুম্মি মাত্র শেষ।
বংশরক্ষা পাউক বাপু তুম্মি চল দেশ॥

মোর মাও কুন্তী দেবী না দেখি তোহ্মারে।
এহি শোকে প্রাণ দিব কহিল সত্বরে ॥
এহি কথা কহিতে বীর ধনঞ্জয়।
তাহান কিরীটে গৃধ্র পড়িল নির্ভয় ॥
মুসকুল বাণ কাটিয়া গেল কত দূর।
আর মুসকুল তবে দেখিল প্রচুর ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত বৃষকেতু জাও দেশ।
আজি হইব আহ্মার আয়ুঃশেষ ॥
মুই আছিনু দেখি রাজাএ যজ্ঞ আরম্ভিল।
মোর কথাএ অসিপত্র ব্রতস্থ হইল ॥
প্রদ্যুম্ন আদি অনিরুদ্ধ যত বীরগণ।
আহ্মার কারণে সে সবে তাজিল জীবন ॥
কোন মুখে দেশেত জাইব জীবন্ত।
তুহ্মি দেশে জাও বাপু শুন মতিমন্ত ॥
পার্থের বচনে বোলে কর্ণের নন্দন।
জন্ম হইলে পুত্রের অবশ্য মরণ ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে পরিহরি সমর।
পুনি না জাইব আহ্মি আপনা নগর ॥
ক্ষত্রিধর্ম্ম এড়িয়া জে এড়ে কলেবর।
বৃক্ষযোনিতে জন্ম হয় শুনহ উত্তর ॥
মোর বাহুবল আজি দেখ ধনঞ্জয়।
বক্রবাহা সনে যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥
অক্ষৌহিণী সৈন্য তার আছে সহচর।
ধনুর্ব্বাণ হাতে মাত্র মুই একেশ্বর ॥
কুতুহলে দেখ মুই সংহারিমু তাক।
এবুলিয়া বৃষকেতু চলিল বল করি বাক ॥
অর্জ্জুনেরে প্রণমিয়া রণ আরম্ভিল।
সন্নিকটে গিয়া বক্রবাহারে ডাকিল ॥
যত রথিগণ আগে সংহারিছ রণে।
তা সভার বরি আজি শোধাইমু এখনে ॥
আইস নরপতি মোর সনে কর রণ।
মোর নাম বৃষকেতু কর্ণের নন্দন ॥
এ বুলিয়া বক্রবাহা জাএ মারিতে।
বক্রবাহাএ বাণ তবে এড়িল ত্বরিতে ॥
শরীর ভেদিয়া বাণ ভূমিত পড়িল।
ছয় বাণে কর্ণপুত্রে তাহাকে কাটিল ॥
দুইজনে বাণবৃষ্টি করএ বিশাল।
অন্যোন্যে সারথি কাটিল তৎকাল ॥
দুইজনের দুই রথ চূর্ণ করিলেন্ত ॥
অন্যোন্যে দুইজনে বাণ দিলেন্ত ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন্ত বক্রবাহা বীর।
হাসে তবে বৃষকেতু নির্ভয় শরীর ॥
বরুণ এড়িয়া বাণ তখনে সংহারে।
বাণ এড়ে তিল মাত্র বক্রবাহা বীরে ॥
বক্রবাহাএ বায়ুবাণ এড়িল জখন।
বৃষকেতু ব্রহ্মশিরা এড়ে ততক্ষণ ॥
বাণে বাণ নিবারন্ত বৃষধ্বজ।
সিংহনাদ করে যে হেন মত্তগজ ॥
সূর্য্যবাণে বক্রবাহাএ করএ সংহার।
বৃষধ্বজে পাশুপত এড়িল তৎকাল ॥
তবে বক্রবাহাএ জে এড়িল কার্ত্তিকরুতবাণ
আর বাণ বৃষকেতু করিল সন্ধান ॥
অন্যোন্যে বাণবৃষ্টি করে দুই ীরে
অস্ত্রবিশারদ দুই ধনুর্দ্ধরে ॥
দুইজনের বাণ তবে গগনে ভ্রমন্ত।
দুই জনে ক্ষণে ক্ষণে ভূমিত পড়ন্ত ॥
দুইজনে রণ করে নাহি অবসাদ।
গুণগুরুতর ভয়ে না লিখিল আদ।
বক্রবাহাএযতেকসঙ্কটনাপাইছেকোন কালে
তেমত করিল তাকে কুমার মহাবলে ॥

ক্রোধ হইল বভ্রুবাহা রুদ্রের সমান।
আকর্ণ পুরিয়া এড়ে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ॥
অর্দ্ধপথে তাক বাণ কাটিল বৃষধ্বজ।
আনন্দে নাচয়ে বীর যেন মত্তগজ॥
এহি অবকাশ পাইয়া বভ্রুবাহা বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে বৃষধ্বজশির॥
হাতে ধরি তুলিলেক বৃষকেতুশির।
দেখিয়া সকল সৈন্য হইল অস্থির॥
মুণ্ড গোটা লইয়া শোকাকুল ধনঞ্জয়।
ভূমিতলে পড়ি শোক করে অতিশয়॥
বৃষকেতুর মুণ্ড ছেদিল যেই শরে।
কবন্ধ পড়িল তবে ভূমির উপরে॥
কাটামুণ্ড বোলে কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ।
পড়িলেক মুণ্ডগোটা পার্থের চরণ॥
হাহাকার করেন্ত অর্জ্জুন মহাবীর।
হাতে ধরি তুলিলেক বৃষকেতুর শির॥
হাতে মুণ্ড লইয়া শোকাকুল মহাশয়॥
শোকাকুলী হইয়া বীর বিলাপ করএ॥
হাহা পুত্র বৃষকেতু পরিহরি শোক।
একেশ্বর চলি তুহ্মি গেল ব্রহ্মলোক॥
অভিমন্যু বধে এত শোক না জন্মিল।
বৃষকেতুর শোকে মোর হৃদয়ে জড়িল॥
কি বুলিয়া প্রবোধিমু রাজা যুধিষ্ঠির।
কি বুলিয়া প্রবোধিমু ভীম সেন বীর॥
আসিতে জে মাত্র মোতে তাকে সমর্পিল।
হেন জন আগে মোর প্রাণ ত্যজিল॥
না জীবেক মাও মোর শুনিয়া কথন।
দ্রৌপদী পাইব শোক ত্যজিব জীবন॥
তুহ্মি পরে বংশ আর নাই পৃথিবীত।
বিধাতাএ নির্ব্বংশ করিল সুনিশ্চিত॥

কান্দন্ত অর্জ্জুন বীর কাটা মুণ্ড কোলে।
বভ্রুবাহাএ আসিয়া হেন বাক্য বোলে॥
ধনুর কোটিতে এড়ি পার্থ কলেবর।
কি কারণে ক্রন্দন করিয়া হও বিকল॥
বেশ্যাপুত্র হেন মোকে বুলিলা বচন।
অনুরাগ ছাড়িয়া পার্থ আরম্ভিলা রণ॥
হইলেক যত তোহ্মার সৈন্যসংহার।
তবে কোথা গেল পার্থ তোর অহঙ্কার॥
কি কারণে ক্রন্দন কর কাটা মুণ্ড এহি।
বর মাগ পশুপতি অস্ত্র শিখ গিই॥
তবে সে করিও আসি মোর সনে রণ।
অন্যথা সঙ্কট পাইবা কুন্তীর নন্দন॥
বভ্রুবাহায় যদি বুলিল বীরদাপ।
ক্রুদ্ধ হইল ধনঞ্জয় সমর প্রতাপ॥
বৃষকেতুর মুণ্ড থুইয়া নিজরথে।
হাতে ধনু লইয়া সমর মনোরথে॥
বোলন্ত তবে শুন রে বভ্রুবাহা পাপমতি।
পাড়িলে মোহোর যত সৈন্য সেনাপতি॥
কোথা জাইবা তুহ্মি এহ ধনুর্ব্বাণ।
প্রথম শরে তোকে করিব নিধন॥
দেবাসুরে রাখিবারে না পারিব তোক।
পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় নাম শুন মোক॥
এ বুলিয়া ধনঞ্জয় হাতে লয়ে গাণ্ডীব।
সংহারিতে লাগিলা যত সব জীব॥
বভ্রুবাহা নরপতির ভেদিয়া কলেবর।
বাণ বৃষ্টি করে পার্থ সৈন্যের উপর॥
যত সৈন্য মোহিত হইল তান বাণে।
উলুপী চৈতন্য করায় ঔষধের কারণে॥
পুনি পুনি সৈন্য সব আইসে সমরে।
যত সৈন্য মারে সে যে জীয়ায় তার হারে॥

ক্রোধ করি অর্জ্জুনে বাণ এড়য়ে অপার।
পৌষের রাত্রিতে জেন পড়এ নীহার॥
সর্ব্ব মণিপুর বেড়ি অর্জ্জুনের বাণ।
প্রাচীর কাটিয়া তবে কৈল খানখান॥
তরু বন লতা কাটে অর্জ্জুনের বাণে।
সর্ব্বদাহে নরপতি দেখে বিদ্যমানে॥
বিচলিত হইল স্ত্রী সব শিশু জন।
পার্থের বাণে মুখে জ্বলে হুতাশন॥
অশেষে বরিষে বাণ বীর ধনঞ্জয়।
শোকে হইল অতি বড় অকাল প্রলয়॥
পরিমাণ নাই যত কাটিলেক ধ্বজ।
খণ্ড খণ্ড করিলেক কাটিলেক ধ্বজ॥
অন্তকালে রুদ্র জেন করএ সংহার।
পার্থের বাণে মণিপুর হইল হাহাকার॥
প্রাণ লইয়া চলিল যতেক সৈন্যগণ।
যথা তার সৈন্য তথা বাণ বরিষণ॥
যত মণিপুর বেড়ি অর্জ্জুনের বাণ।
নিরন্তর বাণ পড়ে নাহিক সমাধান॥
ত্রস্ত হইল বভ্রুবাহা বাণের আটোপে।
নিষ্ঠুর করন্ত রণ দুই মহা কোপে॥
চারি বাণ এড়িয়া মারিল ধনঞ্জয়।
অন্যোন্যে দুই জন হইল সমরয়॥
অন্যোন্য দুই জনের হইল মহারণ।
দুইজনে চাহে দুহানে করিতে নিধন॥
ত্রস্ত হইল বভ্রুবাহা পার্থের সমরে।
আপনা রাখিতে নারে বভ্রুবাহা বীরে॥
করয়ে সমর পার্থ নির্ভয় শরীর।
• • • •
পূর্ব্বে গঙ্গাদেবী পার্থেরে শাপ দিল।
সেই দিন তিথি ক্ষণে আসিয়া মিলিল॥
সে কারণে অর্জ্জুনে পাসরে অস্ত্রবর।
সেই হেতু বল টুটিল নির্ভর॥
যত যত দিব্য অস্ত্র জানে ধনঞ্জয়।
শাপ বলে পাসরিল নাহিক হৃদয়॥
বভ্রুবাহা ক্রুদ্ধ তবে হইল ততক্ষণ।
অর্জ্জুনেরে বিরূপ বোলয়ে বচন॥
কোথা গেল পার্থ তোহ্মার অহঙ্কার।
বেশ্যা পুত্র হেন মোকে না বুলিয় আর॥
দ্রোণ হতে যতেক শিখিছ শরাসন।
যতেক শিখিয়া আছ ইন্দ্রের ভবন॥
মহাদেব স্থানে তুহ্মি অস্ত্রত শিখিলা।
মোর বাণে তুহ্মি সকল বিস্মরিলা॥
মোর মাও চিত্রাঙ্গদা পতিব্রতা সতী।
বেশ্যা হেন বোল তানে হইয়া কুমতি॥
এহি পাপে যত মন্ত্র সব পাসরিলা।
সর্ব রণে হরি তোহ্মার সহায় আছিলা॥
আজি আপনার বীর্য্যে দেখাও সংগ্রাম।
আহ্মি হইল শত্রু সংগ্রামে অনুপম॥
চিত্রাঙ্গদা সুতে যদি এমন বুলিল।
ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয় ধনু টঙ্কারিল॥
ধনু টঙ্কারিতে নারে টুটিয়াছে বল।
গঙ্গাএ দিলেন শাপ বচনের ফল॥
যত যত বাণ এড়ে বীর ধনঞ্জয়।
সকল কাটিয়া পাড়ে বভ্রুবাহা মহাশয়॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাহিল সেই কালে।
ক্রুদ্ধ হইল বভ্রুবাহা সমরে বিশালে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তুলি হাতেত লইল
গঙ্গা দেবী সেই বাণ হইয়া পড়িল॥
বাণের মুখেত অগ্নি জেন ভয়ঙ্কর।
পড়িলেক বভ্রুবাহায় গুণের উপর॥

অগ্নির খণ্ড জেন বাণের মুখে পড়ে।
বাণের শব্দ শুনি গিরি মহীধর লড়ে॥
গহন গর্জ্জয়ে জেন গগন ভিতর।
ঝঞ্ঝাবাত হেন কম্পবান পুরন্দর॥
বাণ তেজে সচল হইল ত্রিভুবন।
চন্দ্রের হরিল রশ্মি রবির কিরণ॥
মন্ত্রে তন্ত্র আনম্ব্রিয়া এড়িলেক বাণ।
সেই বাণ কাটিতে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ॥
পার্থ বাণ এড়ে অর্দ্ধচন্দ্র ছেদিবার।
সেই বাণ কাটিয়া কৈল ছয় প্রকার॥
নিবারিতে না পারিল বীর ধনঞ্জয়।
বেগে পড়িল বাণ পার্থের মুণ্ডয়॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ স্মরে পার্থবীর।
চেন কালে কাটি পাড়ে পার্থের জে শির॥
সুবর্ণ ভূষিত মুণ্ড ভূমিতলে পড়ে।
রথ হতে কবন্ধ পৃথিবীতে পড়ে॥
কম্প হইল বসুমতী পবন ভ্রমণ।
ব্যামোহ হইল তবে যতেক দেবগণ॥
কার্ত্তিকের একাদশী কৃষ্ণের উত্থান।
সন্ধ্যাকালে হইল পার্থের অপজ্ঞান॥
বভ্রুবাহার সৈন্য হইল আনন্দ বহুল।
বাহন্ত বহুল বাদ্য বিশাল তুমুল॥
আনন্দ মঙ্গল যোকার শব্দ হইল।
পুরী প্রবেশিল রাজা আনন্দ বহুল॥
আনন্দ পূর্তি হইল বভ্রুবাহা যবে।
মহোৎসব করিয়া পুরী প্রবেশিল তবে॥
প্রজা সবে স্তুতি করে নগর মাঝার।
নগরের লোকে করে আনন্দ অপার॥
সুন্দরী সকলে মাথে পূর্ণ কুম্ভ করি।
সারি সারি চলে নৃপতি অগ্রসারি॥
নাচন্ত গাহন্ত কুতূহলে নারীগণ।
রাজাকে নিবারে বাড়ি আইল সর্ব্বজন॥
রাজার জননী চিত্রাঙ্গদা সুচরিতা।
গন্ধর্ব-নন্দিনী হএ পার্থের বনিতা॥
তেজি শুনিলেন্ত পার্থ রণেত পড়িল।
জয় পাইয়া বভ্রুবাহা পুরী প্রবেশিল॥
শোকে হত হইয়া দেবী মোহ হইলেন্ত।
নারী সবে ধরিয়া তখনে তোলন্ত॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইয়া গুণবতী।
গাএর ভূষণ সব ছাড়ে শীঘ্রগতি॥
উলুপী সহিতে দেবী ভূমিতলে পড়ি।
দীর্ঘনাদে কান্দেন্ত বাহে গড়াগড়ি॥
আস্তে ব্যস্তে আসিয়া যতেক নারীগণ।
নৃপতির আগে গিয়া জানাএ তখন॥
অকস্মাৎ নরপতি তোম্হার জননী।
উলুপী সহিতে মোহ হইল দুই রাণী॥
ভূমিত পড়িয়া আছে শুন মহারাজ।
না জানিয়া নরপতি কৈলা কেনে কাজ॥
আপনে আইস রাজা মাও দেখিবার।
জননী তোম্হার দেখ অস্থির অদার॥
শুনিয়া নৃপতি তবে ত্বরিত গমন।
সে দুইর নিকটে করিল গমন॥
মোহিত জননী দেখিয়া বিদিত।
জিজ্ঞাসন্ত নরপতি যে হয় উচিত॥
ভূমিত পড়িয়া আছে অলঙ্কার বর্জ্জিয়া।
আপনে জে নরপতি লইল তুলিয়া॥
মায়ের কর্ণেত দিল কুণ্ডল যুগল।
হস্তেত কঙ্কণ দিল অতি মনোহর॥
দেখিয়া চিত্রাঙ্গদা বিষণ্ণ বদন।
পুত্রেরে বলিল দেবী কুৎসিত বচন॥

দূর হও পাপিষ্ঠ দুরন্ত পাপমতি।
পিতৃবধে হৈল তোর নরকে বসতি॥
জনম হইল তোর যাহার ঔরসে।
হেন জন পাপী তুই করিলেক নাশে॥
মোহাকে বিধবা কৈলে তাকে সংহারিয়া।
শ্রবণে কুণ্ডল মোর দেহএ আনিয়া॥
মাওকে বিধবা করি দেয় অলঙ্কার।
লাজ নাই পাপী তুহ্মি কুলাঙ্গার॥
গর্ভপাত হইয়া কেহ্নে না মরিলা তুহ্মি।
পিতৃ বধিবারে তুহ্মি প্রসবিল আহ্মি॥
মা হতে অধিক গুরু বাপ যেন হয়।
বেদশাস্ত্রে জানিয়া সকল মুনি কহএ॥
হেন গুরুজন তবে সংহার করিয়া।
হীন গুরু যত্ন কর কি শাস্ত্র জানিয়া॥
মোহোরে কাটিয়া পাড় শরেত পাপিষ্ঠ।
গুরুবধ করিলে বড়হি অনিষ্ট॥
বাপের মরণে তুহ্মি মাতৃ কর বধ।
পৃথিবীত জন্মিয়াছ তুহ্মি সে মুগধ॥
বিনা অপরাধে তুহ্মি বধিলা জনক।
করিলা অনেক পাপ হইব নরক॥
মাএর শত মা এক কাটিয়া পাড়মুণ্ড।
তিন গুরু বধিয়া করিলা তুহ্মি দণ্ড॥
এক অশ্ব হেতু কৈলা বাপের সংহার।
কি হেতু না হৈল তোর শরীর বিদার॥
এ বুলিয়া জননী অলঙ্কার পরিহরি।
ত্বরমাণা জাএ রণস্থল অনুসরি॥
চিত্রাঙ্গদা আর উলুপী গুণবতী।
সমর ভূমিত তিন জন চলে শীঘ্রগতি॥
ছিন্ন মুণ্ড স্বামীর দেখিয়া রণস্থলে।
ধায়া রূপে পড়ে নয়নের জলে॥

মুণ্ড কোলে করিয়া উলুপী বোলন্ত।
শোকে হত হইয়া দেবী নিশ্বাস এড়ন্ত॥
প্রদ্যুম্ন আদি করিয়া যতেক বীরগণ।
বন্দী করি রাখিয়াছ আপনা ভবন॥
সকল আনিল রাজা সমর ভূমিত।
নিবেদন করিলেক মাএর বিদিত॥
এহি মোর জনক জানিয় তত্ত্বাত।
সবলে আটলু মুই তাহান সাক্ষাত॥
ভূমিগত হইয়া মুই করিল প্রণাম।
যতেক অপমান হইল কিলইমু নাম॥
তে কারণে এত মাত্র ফলিল নির্জ্ঞান।
জ্ঞান গোচরে না করিলু তাহান অপমান॥
পিতৃবধ পাতকী মুই সংসার ভিতরে।
মোর গতি নাহি আর মানুষ নগরে॥
ধর্ম্মরাজ অন্তকালে না চাহিব মোকে।
নরকে পড়িয়া আহ্মি পাইব বহুশোকে॥
কৃষ্ণের পরম বন্ধু সংহারিলু রণে।
এহি শোকে উদ্ধারিতে নাহিক কারণে॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ পরিহরি সেই করিব ক্রন্দন॥
পুত্র শোকে কুন্তী দেবী মোকে শাপিবেন্ত।
বিধি মোরে বক্রী হইল করিবেক অন্ত॥
কুবুদ্ধি ধরিল মোর পাছুনা গণিলুন।
সংসারের বহির্ভূত কর্ম্ম করিলুন॥
তনুপাত করিমু মুই অগ্নি প্রবেশিয়া।
সুদৃঢ় কহি লোক চাহক আসিয়া॥
এ বুলিয়া বভ্রুবাহ কৈল সমাচার।
ডাকিয়া আনিল তবে সৈন্য আপনার॥
কাষ্ঠ তৈল ঘৃত আনহ সত্বর।
অগ্নি প্রজ্বালিত কর শুন অনুচর॥

এহি মত বক্রবাহা করিল আদেশ।
রাজ আজ্ঞায় কিঙ্কর চলিল বিশেষ॥
ঘৃত কাষ্ঠ তৈল আনিল সত্বর।
নৃপতিত উলুপীএ কহিল বিস্তর॥
চিত্রাঙ্গদাএ বোলে পুত্র শুনরে বর্ব্বর।
তনু ছাড়িবারে কেহু গেল নিরন্তর॥
জে মতে জীয়েন পার্থ তেমতে কর গতি।
তবে সে হইব তোর পাপ অব্যাহতি॥
যত্ন করিলে যদি পার্থ না জীয়ন্ত।
তবে সে করিও তুহ্মি শরীরের অন্ত॥
তবে বিসর্জ্জিও তনু শুন পাপমতি।
চিরকাল হইতে চাহ নরকে বসতি॥
চিত্রাঙ্গদার বাণী এমত শুনি।
উলুপী এমত তবে বোলে মনে গণি॥
মোর বাপে আছে নাগ নৃপমণি।
তান ঠাই আছে মণি জীবসঞ্চারণী॥
নাগগণের এহি মণি সে কারণ।
ইচ্ছায় না দিব মণি শুন কদাচন॥
কোন পাকে পার যদি মণি আনিবার।
তবে সে পার্থের জীব হইব সঞ্চার॥
উলুপীর বচন শুনিয়া ততক্ষণ।
বক্রবাহা নৃপতিএ বুলিল বচন॥
করিল প্রতিজ্ঞা মুই পাতালে জাইমু।
শেষ নাগ-রাজ মুই রণে পরাজিমু॥
মণি লইয়া আসিমু তাহাত নাহি বাদ।
চলি যাইব আহ্মি নাহি অবসাদ॥
তাহান বচন শুনি উলুপী বোলন্ত।
কার শক্তি নাগ রাজ সমরে জয়ন্ত॥
বিশেষ প্রকারে বাপ মরিবারে চাহস।
আপনে পতঙ্গ হইয়া জেন পড়ে হুতাশ॥
উপায়ে আনিব মণি না হইমুন্ত বল।
মোহোর আছয়ে বন্ধু নাগ মহাবল॥
তাহানে পাঠাইয়া দিমু বাপের নিকট।
প্রীতিএ আনিব মণি না হইব সঙ্কট॥
এ বুলিয়া নাগরাজ আনিল ত্বরিত।
প্রভুর কারণে মণি আনহ বিদিত॥
বোলন্ত মোর বন্ধু তুহ্মি জন।
আহ্মার প্রতিজ্ঞা তুহ্মি পালহ এখন॥
গলার জে হার নেও কৌস্তুভ ভূষণ।
বাপুর আগেত গিয়া কর নিবেদন॥
মোর প্রভু অর্জ্জুন জান পাণ্ডব তনয়।
ত জিয়াছে প্রাণ সেই পুত্রের রণায়॥
বিধবা হইলু মুই অলঙ্কারে কোন ফল।
পূর্ব্বে দিয়া আছএ তুহ্মি কর্ণের কুণ্ডল॥
পাঠাইল অগ্রেতে তোহ্মার যত আভরণ।
স্বামীর সহিতে আহ্মি ত্যজিব জীবন॥
নতুবা এথাএ মণি পাঠাই দিবা তুহ্মি।
পুনরপি সেই মণি পাঠাই দিমু আহ্মি॥
পার্থের শরীরে যদি সঞ্চরয়ে জীব।
তবে সেই কালে তথা মণি পাঠাই দিব॥
এহি কথা নাগপুরে কহ গিয়া।
চল চল পুণ্ডরীক বিলম্ব না করিয়া॥
উলুপীর কথা শুনি বুলিলেক পুণ্ডরীক।
নাগপুরে যাইব আনিতে মাণিক॥
যাবৎ আসিব আহ্মি কাল বিলম্বন।
পচিব পার্থের তনু মনুষ্য জীবন॥
মনুষ্য শরীর মাংস শিথিল তাহার।
এই হেতু দংশিয়া দিমু তনু তার॥
মোর বিষ জ্বালাএ কঠিন কলেবর।
চিরকাল থাকিবেক তাহান শরীর।

পুণ্ডরীক বচন শুনিয়া নরনাথে।
বভ্রুবাহনএ তাহাকে বুলিল সহসাতে॥
আগে দংশ পুণ্ডরীক কর্ণের নন্দন।
বৃষকেতু বিনা নাহিক জীবন॥
পিতামহী কুন্তীএ মোহোরে দিব শাপ।
বৃষকেতুর লাগি সেই পাইব বড় তাপ॥
এহি হেতু বৃষকেতু প্রথম দংশিয়া।
পাছে পার্থ কলেবর দংশিবেক গিয়া॥
রাজার বচনে পুণ্ডরীক মহামতি।
বৃষকেতু কলেবর দংশে শীঘ্রগতি॥
মুণ্ড সমে অর্জ্জুনের দংশে কলেবর।
পুণ্ডরীক পাতালে চলিল সত্বর॥
নাগ সৈন্য ভূষিত নাগ বসিছন্ত।
সিংহাসনে বসিছেন সৈন্যে নাহি অন্ত॥
পুণ্ডরীক প্রণমিল পড়িল ভূমিত।
উলুপীর অলঙ্কার দিলেক বিদিত॥
যতেক কহিয়া দিল বাক্য নিবেদন।
পুণ্ডরীক সকল কহিল ততক্ষণ॥
পুণ্ডরীক মুখে শুনি পার্থের বিপত্তি।
মণি দিবার বুলিলেক নাগ মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র নাগ আছএ সে তথা।
অতি বড় ক্রুদ্ধ হইয়া কহে সেই কথা॥
ত্রিভুবন ভিতরে দুর্লভ এহি মণি।
মানুষের পুরে পাঠাব জীবসঞ্চারণী॥
প্রজাপতি এহি মণি নাদিল মনুষ্যেরে।
হেন মণি দেয় রাজা কিসের অন্তরে॥
ব্রহ্মশাপ হেতু গরুড় পক্ষিরাজ।
আসিতে না পারে সেই পাতাল সমাজ॥
তে কারণে মণি না নেয় খগপতি।
পৃথিবীতে পাইলে মণি নিব শীঘ্রগতি॥

না পাঠাও মণি রাজা শুন পৃথিবীত।
নাহিংস নাহিংস রাজা না কর জীবিত॥
ধৃতরাষ্ট্র বচন শুনিয়া নাগরাজ।
তাহাকে বুঝাইয়া বুলিলেক কাজ॥
অল্প বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র না বুঝ অনেক।
এ মণি না দিলে দোষ হইব অতিরেক॥
পৃথিবীত এহি বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
গঙ্গার শাপে সেই ত্যজিছে কলেবর॥
পার্থ পুত্র বভ্রুবাহন শিবের কিঙ্কর।
পিতৃবধ করিয়া পাপ করিল বিস্তর॥
মণি না দিলে আসিব নাগপুর।
সংহার করিব যত নাগ প্রচুর॥
কাটিয়া নিবেক মণি হইবেক লাজ।
তাহা হতে অধিক আছএ কোন কাজ॥
সর্ব্ব কথা কহিলাম শুন দিয়া মন।
মোর ফণাতে যত দেবের শয়ন॥
যদুবংশে কৃষ্ণ রূপে জন্মিয়া আছন্ত।
অনাদি নিদান জ্ঞান মূর্ত্তিএ অনন্ত॥
দেবরাজ পুরন্দর সমরে জিনিয়া।
পারিজাত দ্বারকাত আনিল হরিয়া॥
তাহান পরম বন্ধু বীর ধনঞ্জয়।
তনুমাত্র ভিন্ন হএ একই হৃদয়॥
অর্জ্জুনের পরাজয় হইছে লাঘব।
মনুষ্যে নিবেক মণি করি পরাভব॥
অবশ্য দিব মণি জানিল সকল।
স্বইচ্ছায় দিব মণি বাদ কিবা ফল॥
নাগরাজে যদি এমত বুলিল।
শুনিয়া যতেক নাগে বিস্তর গর্জ্জিল॥
বভ্রুবাহন নরপতির নাহি কোন ভয়।
তবে যদি আইসে করিব পরাজয়॥

কৃষ্ণ না আসিব মণির লাগি কদাচন।
আদি পুরুষ সেই মণি কোন প্রয়োজন॥
বচন প্রভাবে তেই জিনিবারে পারে।
সর্ব্বথাএ না আসিব মণি হরিবারে॥
হেন বাক্য না শুনিয়া মণি দেয় যবে।
আহ্মি সব তথাতে চলিয়া জাইব তবে॥
তোহ্মার আশ্রমে না রহির অচির।
রাজ্যকর নাগ রাজ লইয়া পার্থবীর॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে যদি বচন নিষ্ঠুর।
তবে নাগরাজে কহিল প্রচুর॥
চল নাগ গিয়া তুহ্মি উলুপীতে কহ।
না দিবেক মণি তুহ্মি এ আশা ছাড়হ॥
অর্জ্জুনের চিতাত প্রবেশ কর গিয়া।
চিত্রাঙ্গদা পত্নী সমেত মর গিয়া॥
নাগরাজে যদি এমত বুলিল।
প্রণমিয়া পুণ্ডরীক সত্বর চলিল॥
ত্বরিতে চলিয়া আইল সমাজ।
উলুপীত সত্বরে আসিয়া কহে কাজ॥
তোহ্মারে না দিল মণি নাগ অধিপতি।
পুণ্ডরীক মুখে হেন শুনিল ভারতী॥
ক্রুদ্ধ হইয়া বভ্রুবাহা চলিল সত্বর।
বহু বিধ সৈন্য চলিল বিস্তর॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ যত সৈন্যে হাতে করি।
ক্রোধে চলিল নাগপুর অনুসরি॥
বভ্রুবাহা আইল শুনিয়া নাগরাজ।
আপনার সভাসদে বলিলেক কাজ॥
কুবুদ্ধি করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাপমতি।
বিরোধ বাঢ়াইল বভ্রুবাহার সংহতি॥
সেই ধৃতরাষ্ট্রে গিয়া করৌক সংগ্রাম।
মবে গিয়া মোর কিছু নাহি কাম॥
রাজাএ যদি এমত তখনে বুলিল।
ধৃতরাষ্ট্র সেনাপতি সত্বরে চলিল॥
হাতে ধনুশর করি জাএ যুঝিবার।
শত সহস্র মস্তক শোভায় জাহার॥
দুই সৈন্যে একত্রে হইয়া ক্রোধ।
দন্তাদন্তী কেশাকেশী হইল বিরোধ॥
পন্নগে মনুষ্যে রণ নাহি এ সম সর।
বভ্রুবাহার সৈন্য পড়িল বিস্তর॥
ক্রুদ্ধ হইল বভ্রুবাহা সৈন্যের উপরে।
এক এক বাণে শত পন্নগ সংহারে॥
ধৃতরাষ্ট্র সহিতে আছিল মহারণ।
পুস্তক বহুল ডরে না লিখিল বিবরণ॥
সেই বাণে বভ্রুবাহা ক্রোধ অতিশয়।
এড়িল ময়ুর বাণ ক্রোধে মহাশয়॥
কোটি কোটি ময়ুর সমরে উপজিল।
বড় বড় নাগ সব ময়ুরে খাইল॥
ধৃতরাষ্ট্রে এড়িল মধু নামে বাণ।
মধু দেখি ময়ুর হইল কম্পবান॥
পিপীলিকা বাণ এড়িল নরপতি।
মধু খাইয়া পিপীলিকা মত্ত হইল অতি॥
কোটি কোটি পিপীলিকাএ বলে ধরে।
আরম্ভিয়া কলেবর খণ্ড খণ্ড করে॥
ভাঙ্গিল পন্নগ সৈন্য নাহি রণে আর।
ধৃতরাষ্ট্রে চলি গেলা ঘরে আপনার॥
তবে নাগরাজ আইল মণি লইয়া করে।
হাসিতে হাসিতে আইল রাজার গোচরে॥
জানিলাম বভ্রুবাহা তোর বীরপণা।
ক্ষমহ নরনাথ নাকর কদর্থনা॥
মোর কন্যা উলূপী পালিলেক তোক।
তোর মাতামহ মুই না চিনসি মোক॥

মণি লইয়া জাইব আম্মি তোম্মার নগর।
চল জাই যথা আছে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
নাগ রাজার বচনে তুষ্ট নরপতি।
প্রেম প্রমোদ ভাবে করিল প্রণতি॥
মাতামহ দুই সৈন্য আগুকরি।
মণিপুরে চলি জাএ বহু রঙ্গকরী॥
এথাতে জে ধৃতরাষ্ট্র আসিয়া নিজ ঘর।
যুক্তি করে দুই পুত্র সঙ্গে সহচর॥
না শুনিয়া মোর কথা নাগ অধিপতি।
মণি লইয়া পৃথিবীত জাএ শীঘ্রগতি।
কোন মতে না হএ পার্থের জীবদান।
এহি জে মন্ত্রণা কর পুত্র বলবান্॥
কুবুদ্ধি সংজ্ঞক তার জ্যেষ্ঠ কুমার।
বলিলেক চিন্তা না করিও মনে আর॥
এহি দুঃখ দূর করিবম দুষ্ট সহোদর।
দুই ভাই জাইবম সেই নগর॥
মায়া বলে অর্জ্জুনের মুণ্ড নিব হরি।
নির্জ্জনে থুইব নিয়া অতি গুপ্ত করি॥
জেই থান গরুড় না জাএ শাপ বলে।
সেই থান থুইমু মুণ্ড শুন কুতূহলে॥
বিনি মুণ্ডে জিয়াইতে নাহি কাহার শকতি।
জাইব জে আমি আম্মি শুনহম গতি॥
এ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুই জন।
মণিপুরে রণস্থলে গেল ততক্ষণ॥
নারী সবে বেড়িয়া আছে অর্জ্জুনের তনু।
রক্ষা করে নারী সবে হাতে লইয়া ধনু॥
মায়া করে দুই জনে গুপ্ত কলেবর।
দুই ভাই প্রবেশিল বেড়ের ভিতর॥
আর কেহ আলোকিতে তাক না পারিল।
পার্থের জে মুণ্ড গোটা জতনে হরিল॥

সেই মহামুনি আছিল জেই বনে।
গরুড় না জাএ তথা শাপের কারণে॥
এমন নির্জ্জন বনে মুণ্ড গোটা নিয়া।
দুই ভাই নাগ দিলে তাহাঁ অপেক্ষিয়া॥
ধনুর্দ্ধর হইয়া মুণ্ড রাখিয়া আছন্ত।
এথা সব নারীগণে আলোক করন্ত॥
অকস্মাৎ মুণ্ড গোটা কেবা নিল হরি।
পড়িলেহ নারীগণ হাহাকার করি॥
মহাকোলাহল শব্দ উঠিল তখন।
চারি ভিতে সকলে আলোক করে মন্॥
কেবা হরি নিল মুণ্ড না পাএ উদ্দেশ।

* * * *

হেন কালে মণি লইয়া আইল নাগরাজ সমে
বভ্রুবাহা রাজা আইল এতি অনুক্রমে॥
জনকের মুণ্ড কেবা নিল হরি।
শুনিয়া জে বভ্রুবাহা হইল ধান্দাকারী॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে শোকাকুলি রাজা।
হাহাকার আয়ুনাদ করে সবপ্রজা॥
চিত্রাঙ্গদা সমে কান্দে উলুপী সুন্দরী।
অর্জ্জুনের পদতলে আপনা শির করি॥
হাতে মণি করিয়া চিন্তা পাএ নাগরাজ।
সর্ব্বজন কান্দন্ত কেহ না বুঝএ কাজ॥
এথাতে হস্তিনা পুরী দেখিল স্বপনে।
জে দিন পার্থের মুণ্ড কাটা গেল রণে॥
সেই রাত্রি কুন্তী দেবী স্বপ্ন জে দেখিল।
কান্দিতে কান্দিতে রাজাতে কহিল॥
ধনঞ্জয় পুত্র মোর নাই জীবমান।
স্বপ্নে দেখিনু আজি থাকিয়া শয়ান॥
তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া পার্থ চড়িয়া গর্দ্দভে।
গেলেন্ত দক্ষিণ দিকে দেখিলাম স্বপ্নে॥

কৃষ্ণ বর্ণ ভয়ঙ্কর লোক সঞ্চর।
দেখিলু স্বপ্নে আজি পুত্র ধনুর্দ্ধর॥
সর্ব্বথা না জীয়ে পুত্র ধনঞ্জয়।
আর এক কারণ দেখ কৃষ্ণ মহাশয়॥
আচম্বিত সুভদ্রার হাতের কঙ্কণ।
খসিয়া ভূমিতে পড়ে অতি কুলক্ষণ॥
সুভদ্রার কর্ণের কুণ্ডল খসি পড়ি।
ভূমিত পড়িয়া সেই যাহে গড়াগড়ি॥
তোহ্মার পরম বন্ধু না জীয়ে অর্জ্জুন।
উপায় বোলন্ত হরি কহত কারণ॥
কুন্তীর বচন শুনি কান্দে যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করিয়া কান্দে ভীমসেন বীর॥
সকল সভাএ কান্দে কৃষ্ণের গোচর।
কান্দএ সুভদ্রা দেবী ধূলায় ধূসর॥
কৃষ্ণের জননী দেবী দৈবকী কান্দন্ত।
নন্দের যুবতী যশোদা বিলপন্ত॥
আপনে শান্ত হইয়া গরুড় স্মরিল।
স্বরমাণে পক্ষিরাজ আসিয়া মিলিল॥
হাতেত শর ধনু চক্র সুদর্শন।
শঙ্খ চক্রধারী দেব প্রভু নারায়ণ॥
দৈবকী যশোদা আর কুন্তী সঙ্গে করি।
গরুড় বাহনে চলে আপনে শ্রীহরি॥
হাতেত করিয়া গদা চলিলেক ভীম।
যত যত অস্ত্র লইল তাহার নাহি সীম॥
পঞ্চজন লইলেক বিনতা-নন্দন।
স্বরমাণে মণিপুরে করিল গমন॥
যথাত পড়িছে পার্থ সংগ্রের মাঝ।
তথাত গিয়া পক্ষী মিলিল সমাজ॥
পার্থের শরীরে দেখিল মুণ্ড বিবর্জ্জিত।
কম্পমান সৈন্য যত আছএ বেষ্টিত॥
মুণ্ড না দেখিয়া ভূমিতলে অবতরি।
কান্দন্ত গোবিন্দ তবে হাহাকার করি॥
পুত্র শোকে কান্দে দেবী মাথে হাত দিয়া।
কান্দন্ত দৈবকী দেবী আমাতা করিয়া॥
নন্দের ঘরণী কান্দে ভূমিতলে পড়ি।

* * * *

ক্রোধ করি ভীমসেনে কৃষ্ণক বোলন্ত।
অপৌরুষ কেনে তুহ্মি কর মতিমন্ত॥
প্রকৃতি সহজে হরি না কর ক্রন্দন।
বীর হেন কর্ম্ম করিয়াছে কোন জন॥
কেবা ঘোটক নিল সৈন্য সংহারিয়া।
প্রাণ সম ভাই ধনঞ্জয় বধিয়া॥
তাহাক দেখাও হরি করিহ সমর।
গদাএ পিষিয়া তাক পাঠাইমু যম ঘর॥
ভীমসেনে যদি বুলিল মন্যু করি।
বভ্রুবাহ রাজা উঠে যোড় পরিহার॥
সভাইকে চিহ্নাও তুহ্মি এহি পঞ্চজন।
একে একে প্রদ্যুম্ন চিহ্নাইল পঞ্চজন॥
বন্ধুজন চিনহ বভ্রুবাহা নরপতি।
চরণে পড়িয়া কৈল অনেক প্রণতি॥
ভীমসেন প্রতি বভ্রুবাহাএ বোলন্ত।
ত্রিভুবন মধ্যে তুহ্মি মতিমন্ত॥
মুই সে পিতৃ বধিনু দুরাচার।
গদা লইয়া কর তুহ্মি আহ্মারে সংহার॥
জীবনে নাহিক ফল মুই পাতকীর।
সুদর্শন চক্রে কাটি পাড় মোর শির॥
বাপের জীবন হেতু গেল রসাতলে।
মণি সমে আনিলু নাগ মহাস্থলে॥
কেমনে পাপিষ্ঠে পাপ কর্ম্ম আচরিল।
বাপের বরিল মুণ্ড লকিবে না আছিল॥

না জীবেক বাপ মোর বীর ধনঞ্জয়।
প্রণাম করোহ কৃষ্ণ শুন মহাশয়॥
সুদর্শন চক্রে কাট মোর শির।
জীবনে নাহিক ফল মুই পাতকীর॥
তাহান বচন শুনিয়া কান্দএ ভীম।
কুন্তী দেবী যত কান্দে তার নাহি সীম॥
সর্ব্বজন কান্দন্ত করিয়া জে রোল।
মহাশব্দ উঠিলেক সেই রণস্থল॥
তবে শেষে নাগরাজে মণিকে লইয়া।
কৃষ্ণেরে বোলেন তবে তাক আগু হইয়া॥
পাণ্ডবের বংশ কৃষ্ণ মজিল সকল।
তথা রাজা যুধিষ্ঠির কান্দিয়া বিকল॥
সর্ব্বজন কান্দন্ত নাহি সমাধান।
তুহ্মি পরে পাণ্ডবের গতি নাহি আন॥
অমৃত উদ্ধারিতে যেন করিলা পূর্ব্বকালে।
ইন্দ্র স্থাপিয়া দনুজ মারিলা সকলে॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আনি দেও জনার্দ্দন।
কেবা করিল তাক করহ নিধন॥
মণি লইয়া জীয়াও বান্ধব আপনার।
অনাথের গতি কৃষ্ণ তুহ্মি মাত্র সার॥
শেষ নাগে যদি এমত বুলিল।
তবে কৃষ্ণ নিজ হাতে জল লইল॥
হাতে জল লইয়া কৃষ্ণ বলিল বচন।
নিঃশব্দ হইয়া শুনে সর্ব্বজন॥
মোর বন্ধু পার্থের মুণ্ড জে নিছে অপহরি।
শত খণ্ড হইয়া পড়ুক সেই পাপ কারী॥
এহি বাক্য কৃষ্ণ যদি বুলিলেন সাত।
শত খণ্ড হইয়া তার মুণ্ড হউক পাত॥
বক দাল্ভ আছএ জে নাগ দুই জন।
তার মুণ্ড শত খণ্ড হইল নিধন॥

আচম্বিত পার্থ মুণ্ড সভার বিদিত।
মণিপুরে আইল তার তনু সন্নিহিত॥
শেষ নাগ হাতের মণি লইয়া জনার্দ্দন।
বৃষকেতুর হৃদয়ে আরোপে ততক্ষণ॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ স্মরমাণ।
এ বোল বুলিয়া বীর উঠে ত্বরমাণ॥
বহু বহু বক্রবাহা সহ মোর রণ।
এ বুলিয়া বৃষকেতু উঠিল তখন॥
চক্ষু মেলি চারি পাশ করে আলোকন।
* * * * *
কৃষ্ণ ভীমাদি দেখিয়া বিদিত।
প্রণমিল বৃষকেতু পড়িয়া ভূমিত॥
পিতামহী সমে আর কৃষ্ণের জননী।
অশেষ প্রণাম কৈল মনে গুণি॥
তবে মণি অর্জ্জুনের হৃদয়ে আরোপিয়া।
কবন্ধে তাহান মুণ্ড লগ্ন হইল গিয়া॥
জীবসঞ্চারণী মণি যদি দেহেত লাগিল।
পুণ্যবন্ত ধনঞ্জয় উঠিয়া বসিল॥
সর্ব্বজন আনন্দিত দেখিয়া ধনঞ্জয়।
স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি হইল অতিশয়॥
মনুষ্য পন্নগ যত তথাএ মিলিল।
অর্জ্জুন উপরে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভিল॥
জননীকে প্রণমিয়া পার্থ মহামতি।
দৈবকী যশোদা দুই করিল প্রণতি॥
কৃষ্ণের বচনে ভীমক বন্দিল ধনঞ্জয়।
আশীর্ব্বাদ করিল প্রেম অতিশয়॥
কৃষ্ণে আর ভীমে আসি কোলেত লইল।
সর্ব্বজন মিলি স্তুতি আচরিল॥
পরাজয় লভিয়া পার্থ বিষণ্ণ বদন।
গোবিন্দে বুঝাইল তাক জানিয়া কারণ॥

পূর্ব্বেত জে মতে গঙ্গাদেবী পার্থক শাপিল
আদি অন্ত কথা হরি সকল কহিল ॥
এহি সে কারণে আহ্মি আপদ সময়।
নিকটে না আইল তোহ্মা শুন ধনঞ্জয় ॥
পুত্র বভ্রুবাহাএ তোহ্মা না পারে জিনিতে।
শাপের কারণে তুহ্মি পড়িলা রণেতে ॥
আর দেখ সংসারের এহি সে কারণ।
পুত্রস্থানে হারিলে কুতূহল মন ॥
গোবিন্দবচনে পার্থ হইল হরষিত।
প্রবেশিল বভ্রুবাহা পুত্রের পুরীত ॥
কৃষ্ণ ভীম প্রদ্যুম্ন যত জন।
সব আদি করিয়া যতেক গণাগণ ॥
বভ্রুবাহা পুরীতে প্রবেশ করি গিয়া।
পার্থেরে জে সিংহাসনে বসাইল নিয়া ॥
পুত্রের ঐশ্বর্য্য সুখ দেখি ধনঞ্জয়।
চিত্রাঙ্গদা উলুপীর গৃহে মহাশয় ॥
পিতৃবধ পাতক করিলা জে কারণ।
বভ্রুবাহা রাজা চাহে ত্যজিতে জীবন ॥
ভীমে তাক বুঝাইল যতেক কারণ।
সাক্ষাৎ দেখিয়া আছ দেব জনার্দ্দন ॥
যাহার নাম স্মরণে পাতক হএ ক্ষয়।
তাহাকে প্রণম প্রেমভাব অতিশয় ॥
পিতৃবধ পাতক করিলা জে কারণ।
সাক্ষাৎ দেখহ দেব নারায়ণ ॥
চিন্তা পরিহর অধর্ম্ম নাহিক।
বিশেষে জীবন্ত করিলা পিতৃক ॥
বাপের সহিতে ভ্রমহ দেশান্তর গিয়া।
অশ্বরক্ষা কর গিয়া ধনুর্দ্ধর হইয়া ॥
ভীমের বচনে তান শান্ত হৈল মন।
অতিথি করিল রাজা আইল যত জন ॥

বধূসমে কুন্তী দেবী পৌত্রের মন্দিরে।
বসিলেন্ত সিংহাসনে পার্থ ধনুর্দ্ধরে ॥
বহুল বাদিত্র বাহে নৃত্য গীত কুতূহল।
বভ্রুবাহা-নগরে অর্জ্জুন মহাবল ॥
পঞ্চরাত্রি গোঞাইল অশ্ব রাখিবারে।
চলিলেন্ত পার্থবীর সৈন্য সহচরে ॥
পাতালে গেলেন্ত শেষ আদি যত গণ।
হস্তিনাপুরীতে পার্থ চলে ততক্ষণ ॥
কুন্তী আর যশোদা দৈবকী গুণবতী।
চিত্রাঙ্গদা আর উলুপী রূপবতী ॥
ভীম সঙ্গে চলিলেক হস্তিনা পুরী মাঝ।
পার্থ সঙ্গে কৃষ্ণ তবে চিন্তিলেক কাজ ॥
বভ্রুবাহা নরপতি সৈন্য সহচরি।
অশ্বের সহিতে বীর চলিলা ধনু ধরি ॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনএ ভকত জন কর্ণ-ঘট ভরি ॥

ইতি বভ্রুবাহা যুদ্ধ সমাপ্তঃ ॥

মণিপুর হতে তবে ঘোড়া নিঃসরিল।
যত বীরগণ পার্থের সংহতি চলিল ॥
হেন কালে রত্নপুরে রাজা অধিপতি।
নৃপতি ময়ূরধ্বজ রাজা মহামতি ॥
অশ্বমেধ করিতে ঘোড়া এড়িল চরিতে।
তাম্রধ্বজ পুত্র দিল ঘোড়ার সহিতে ॥
দুই ঘোড়া মুখামখী হইল দরশন।
কর্ণ উভ করি ঘোড়াএ করে রণ ॥
অর্জ্জুনের অশ্বে তবে মুখে কামড়াইল।
দশনে কাটিয়া কর্ণ চিরিয়া ফেলাইল ॥
তাম্রধ্বজ নৃপতির ঘোড়া মহাবল।
চরণে প্রহার করে না হএ বিকল ॥

দুই ঘোড়াএ এহি রূপে করে মহারণ।
দূরে থাকিয়া রক্ষকে করে আলোকন ॥
তাম্রধ্বজে দেখিলেক ভিন্ন নৃপতির হয়।
সেনাপতি ডাক দিয়া বোলেন্ত নির্ভয় ॥
কাহার যজ্ঞের ঘোড়া এথায় আসিয়া।
কপালের পত্র তুহ্মি পঠি চাহসিয়া ॥
নৃপতির পুত্রের হেন শুনিয়া বচন।
সেনাপতি তাহারে বুলিল ততক্ষণ ॥
পত্র পড়িয়া সেনাপতি বুলিল উত্তর।
ধর্ম্মপুত্র নামে রাজা হস্তিনারপুর ॥
সার্ব্বভৌম যুধিষ্ঠির পাণ্ডুবংশোদ্ভব।
রাজ্যহেতু মারিলেক সোদর বান্ধব ॥
সেই অধর্ম্ম হেতু অশ্বমেধ করিবার।
এহি হেতু এড়িলেক ঘোড়া ক্ষিতি ভ্রমিবার
কনিষ্ঠ অর্জ্জুন নাম বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর।
ঘোড়া রাখিবার তানে দিল সহচর ॥
ঘোড়া ধর মোর বলবন্ত জনে।
শক্তিহীন জন পশুক শরণে ॥
শুনিয়া পাত্রের কথা বীর তাম্রধ্বজ।
ক্রোধ হইল রাজা যেন মত্তগজ ॥
সেই ঘোড়া ধরিয়া আনিল বাহুবলে।
আজি রণে পার্থ বীর জিনিব কুতূহলে ॥
শুনিয়াছি ধনঞ্জয় বড় ধনুর্দ্ধর।
সমরে জিনিয়া নেউক অশ্ববর ॥
অগ্নি সন্তর্পিয়া ইন্দ্র জিনিল বাহুবলে।
জিনিল দানব বীর শুমিল সকলে ॥
আপনে সারথি জাহার হএ যদুপতি।
কুরুক্ষেত্রে হারিল মহা মহারথী ॥
হেন অর্জ্জুন সনে রণ করিবার।
শুন সেনাপতি সব কহিল তোহ্মার ॥

বভ্রুবাহা রাজা আইল তার সহচর।
তাহাক জিনিব আজি করিয়া সমর ॥
কৃষ্ণের তনয় বীর প্রদ্যুম্ন কুমার।
রণের কারণে তাকে করিমু সংহার ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম দেব নারায়ণ।
তাহাক জিনিব আজি করিয়া জে রণ ॥
নারদে কহিয়া আছে মধুর ভারতী।
বড় ধীর বৃষকেতু কর্ণের সন্ততি ॥
তাহাক জিনিব হেলা করি রণে।
না মারিব আর বীর আছে যত জনে ॥
রাজার বচন শুনিয়া সেনাপতি।
বোলন্ত বহুল সেই মহামতি ॥
পার্থের সৈন্য হতে তোহ্মার সৈন্য বহুতর।
আলোকিয়া চাহ তুহ্মি মহা ধনুর্দ্ধর ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে রণে পরাজিয়া।
বাপ আনন্দিত কর এহি ঘোড়া নিয়া ॥
নৃপতি সমান তুহ্মি হও মহাবল।
ধনঞ্জয় জিনিয়া যশ রাখহ সকল ॥
এহি সমবায় করিয়া তাম্রধ্বজ বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ কৈল সৈন্য কৈল স্থির ॥
ঐশান্যে থাকিয়া দেখে মহা বলবন্ত।
ঘোড়া ধরি লই জাএ কোন মতিমন্ত ॥
অর্জ্জুনে কৃষ্ণের স্থানে জিজ্ঞাসা করন্ত।
কোন বীরে এহি ঘোড়া ধরিয়া আনন্ত ॥
মহা মহা বীর সব গণনা মা করি।
অহঙ্কারে মোর ঘোড়া নিল তবে হরি ॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি দৈবকীনন্দন।
কহেন্ত অর্জ্জুন সমে যত বীর রণ ॥
রত্নপুরের রাজা ময়ূরধ্বজ নাম।
পরম বৈষ্ণব রাজা গুণে অনুপাম ॥

নর্ম্মদার তীরে অশ্বমেধ আরম্ভিল।
যজ্ঞ করিবারে রাজা তুরগ এড়িল॥
তার পুত্র তাম্রধ্বজ অতি বলবন্ত।
বাহুবলে শাসি ক্ষিতি পালন্ত॥
ধরিল তোম্মার ঘোড়া শুন ধনঞ্জয়।
বড় যুদ্ধ হইল আজি কহিল নিশ্চয়॥
ঘোড়া উদ্ধারিতে হইল বিষম সন্ধান।
তাম্রধ্বজ রাজা জান অতি বলবান্॥
তুম্মি আম্মি আর যত প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি।
একত্র হইয়া যুদ্ধ করিব সংহতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ কৈল সৈন্য কৈল তার।
প্রতিব্যূহ কর তুম্মি যুক্তি কর সার॥
এ বুলিয়া গোবিন্দ নিজ রথে চড়ন্ত।
সমর করিতে শারঙ্গ ধরিলেন্ত॥
দারুক রথ চালাএ তাহারে।
সৈন্য ব্যূহ করে পার্থ গৃধ্রের আকারে॥
গৃধ্র পক্ষী আকারে নিয়োজে নিজগণ।
মহারথী সব সবে করএ রক্ষণ॥
অনুশাল্ব রাজা তবে মুখে নিয়োজিল।
হংসধ্বজ রাজা তাক সঙ্গে দিল॥
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ আর যত বীর।
বাপে পুত্রে দুইজন রণে হইল স্থির॥
সাত্যকি সাহিতে কৃতবর্ম্মা ভোজপতি।
দুই পদে রক্ষা করে দুই মহারথী॥
যৌবনাশ্ব আর মেঘবর্ণ নিশাচর।
ব্যূহ করি রহিলেক দুই ধনুর্দ্ধর॥
বভ্রুবাহা আর বৃষকেতু বীর।
গ্রীবা রক্ষি রহিলেক অক্ষোভ শরীর॥
হৃদয়েত ধনঞ্জয় রহিল আপনে।
কলেবর পালন-করে দৈবকীনন্দনে॥
স্থানে স্থানে মহারথী তথা আরোপিয়া।
ঘোড়া উদ্ধারিতে জাএ ব্যূহ করিয়া॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাহে দেব জনার্দ্দন।
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে পাণ্ডুর নন্দন॥
জাবতেক শঙ্খ বাহে বীরগণে।
সিংহনাদ টঙ্কার করএ ক্ষণে ক্ষণে॥
ঘোড়ার হুঙ্কার হস্তীর ইঙ্গিত।
রথের জে ঘোর নাদ ভুবন বিদিত॥
দুই সৈন্য দরশনে হইল কোলাহল।
মহাযুদ্ধ হইল কম্পিত মহীতল॥
দুই সৈন্যের হইল রণ বহুতর।
ক্রোধ করি আইল তাম্রধ্বজ নৃপবর॥
আর বীর না মানে কৃষ্ণকে পাড়ে ডাক।
আইস আইস কৃষ্ণ মোর সনে যুঝিবাক॥
অর্জ্জুনের ঘোড়া ধরিবার তরে।
মোর সনে যুঝিবার আইস দামোদরে॥
সুদর্শন চক্র ধরি বহু কর রঙ্গ।
আজিকার রণে তোর ভাঙ্গিমু তরঙ্গ॥
মোর বাপে যজ্ঞ করে কৃষ্ণ উদ্দেশিয়া।
মনুষ্য শরীর তুহে দেখাইমু নিয়া॥
তোম্মারে ধরিয়া নিমু বাপের গোচর।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিবেক রাজ-রাজেশ্বর॥
কৃষ্ণকে এমন বোলে তাম্রধ্বজ।
সমরে হইল ক্রোধ জেন মত্তগজ॥
অর্জ্জুনের রণে প্রবেশিল মহাবীর।
বাণবৃষ্টি আরম্ভিল নির্ভয় শরীর॥
বিন্ধিলেক পাণ্ডুপতে তান কলেবর।
তিন বাণে মারিলেক দেব দামোদর॥
দারুক সারথি মারিল পঞ্চবাণ।
চারি বাণে চারি ঘোড়া মারিল তাহান॥

নববাণ সাত্যকি মারিল ততক্ষণ।
কৃতবর্ম্মা বীরে মারে অষ্টবাণ॥
সহস্রেক বাণ প্রদ্যুম্নে মারিল।
লক্ষবাণে অনিরুদ্ধ আবরিল॥
অস্ত্রের প্রহার দেখাইল মহাবল।
সিংহনাদ করে তবে অতি কুতূহল॥
তার সিংহনাদ শুনি হইল ক্রোধ।
ডাক দিয়া বুলিল কুমার অনিরুদ্ধ॥
স্থির হয় তাম্রধ্বজ মোহোর গোচর।
সহ মার একবাণ না হইয়া কাতর॥
পাণ্ডবের ঘোড়া ছাড় আপনা চিন্তিয়া।
মোর বাণে যমপুরে যাইবা চলিয়া॥
ক্রোধ হইয়া রোষে জেন মত্তগজ।
ভাল ভাল অনিরুদ্ধ হওত সুসজ্জ॥
বাণে বান্ধি ছিল তোর পূর্ব্বকলেবর।
উষার গৌরবে তোরে না কৈল সংহার॥
তোর বাপ পিতামহ দেখি বিদ্যমান।
মুই তাকে সংহারিনু এই রণ স্থান॥
তাম্রধ্বজ বীরে হেন বুলিল বচন।
ক্রোধ হইয়া বাণ এড়ে কামের নন্দন।
প্রলয় অনল যেন এড়িলেক বাণ।
তাম্রধ্বজ-হৃদয়ে করিল সন্ধান॥
সহিল তাহার বাণ অক্ষুণ্ণ শরীর।
এড়িলেক নববাণ তাম্রধ্বজ বীর॥
প্রদ্যুম্ন তনয় অনিরুদ্ধ মহাযোধ;
আসিতে কাটিল বাণ এড়ি উপরোধ॥
চারিবাণে চারি ঘোড়া কাটিল তাহার।
সারথি মারিল তবে কামের কুমার॥
তাম্রধ্বজ সহিতে আছিল যত বীর।
বাণে জর্জ্জর কৈল সভার শরীর॥
বসন্তকালেত যেন কুসুমভূষিত।
অনিরুদ্ধের বাণে পিএ সভার শোণিত॥
কারু বাহু কাটিলেক কারু কাটে শির।
কারু বক্ষ বিদারিল অনিরুদ্ধ বীর॥
অনিরুদ্ধে বাণ এড়ে সৈন্যের উপর।
নীহার বরিষে জেন পূর্ণ শশধর॥
তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিল বীর।
কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ নির্ভয় শরীর॥
সৈন্য ছাড়ি তাম্রধ্বজ রাজাক মারন্ত।
ঘোটক সংহারিয়া সারথি সংহারন্ত॥
ধ্বজ কাটিল তান দিয়া বাণ।
রথ কাটি কৈল তিল পরিমাণ॥
তাম্রধ্বজ জে হারিল করিয়া মহারণ।
পুনি মারে বাণ কামের নন্দন॥
রথ সারথি কাটিয়া কাটয়ে অশ্ববর।
মুণ্ড কাটিয়া গজ সব করিল সংহার॥
অনিরুদ্ধ পরাক্রম দেখিয়া জে রণে।
কুতূহল হইল কৃষ্ণ পাণ্ডুর নন্দনে॥
ক্রোধ হইল তাম্রধ্বজ জেন হুতাশন।
আর রথে আরোহিয়া আইল ততক্ষণ॥
মহাযুদ্ধ করিলেক দুই মহারথী।
দিব্যবাণ এড়ে তাম্রধ্বজ মহামতি॥
মূর্চ্ছিত অনিরুদ্ধ ভূমিত পড়িল।
তাম্রধ্বজ বীরে সিংহনাদ আচরিল॥
অনিরুদ্ধ মোহিত দেখিয়া তাহান জনক।
আইল প্রদ্যুম্ন বীর সৈন্যের পালক॥
প্রদ্যুম্ন আইল দেখি ক্রোধ অতিশয়।
পঞ্চবাণ যুড়িয়া মারএ মহাশয়॥
সেই ঘাএ কামদেব হইল ভূমিপাত।
মূর্চ্ছিত কুমার হইল সহসাত॥

কাম মোহিত করি কৃষ্ণকে পাড়ে ডাক।
মোর সনে কর রণ হইয়া পরিপাক॥
পুত্রপৌত্র সব দেখহ নিদিতে।
কি কারণে মোর সনে না আইস যুঝিতে॥
আইস আইস হেন বোলে তাম্রধ্বজ।
কর্ণপুত্র ক্রোধ হইল যেন মত্তগজ॥
হরি সনে রণে পাছে করিও সমরে।
আগে আইস রাজা তুহ্মি আহ্মার গোচরে
কর্ণের নন্দন বীর জানহ জে মোক।
আহ্মি বলি শেষে রাজা জিনিবেক তোক॥
সহবাণ বলিলেক কর্ণের নন্দন।
মারিলেক পঞ্চবাণ তাহে ততক্ষণ॥
ধ্বজছত্র সহিতে কাটিল তার রথ।
তিল পরিমাণ করি হানে মহাসত্ব॥
ত্বরমাণে রাজা চড়িয়া আর রথে।
আর ধনুর্বাণ যুড়িল ত্বরিতে॥
সেই রথ কাটিয়া করিল খান খান।
কর্ণপুত্র বৃষকেতু অতি বলবান্॥
এইরূপে যেবা রথে করি আরোহণ।
তাহাকে কাটিয়া পাড়ে কর্ণের নন্দন॥
ক্রমশঃ কাটিল তান তিন শত রথ।
মহাবীর বৃষকেতু রণে মহাসত্ব॥
তাহান বিক্রম দেখি তাম্রধ্বজ বীর।
আর রথে আরোহিল নির্ভয় শরীর॥
লাজ পাইয়া অস্ত্রকরে কর্ণের সন্ততি।
দিব্যবাণ এড়িলেক হইয়া ক্রোধমতি॥
সেই বাণে তাহাকে মারিল মহাবল।
মোহ পাইয়া বৃষকেতু পড়ে রণস্থল॥
তাহাকে প্রহার করি অনুশাবক প্রহারে।
পঞ্চবাণ মারিলেক তান কলেবরে॥

অনুশাল্ব মোহিত করিয়া নরপতি।
যৌবনাশ্ব পাড়িলেক অতি শীঘ্রগতি॥
সাত্যকি তাহান ঘোড়া বিন্ধে ত্বরমাণ।
সিংহনাদ করিতে লাগিল ততক্ষণ॥
এহি অবসরে বিন্ধে তাহান কলেবর।
পড়িল সাত্যকি বীর রথের উপর॥
দুই বাণে তবে কৃতবর্ম্মাকে পাড়িল।
পাণ্ডবের সৈন্য সব বাণে বিদারিল॥
রণেত সংহার করে যেন মৃগপতি।
সেইরূপে মারে তাম্রধ্বজ মহারথী॥
ক্রোধ করি বভ্রুবাহা আইল ধনুর্দ্ধর।
অন্যোন্যে বাণ কাটিল বিস্তর॥
আর ধনু দুই বীরে গ্রহণ করিল।
তুমুল সংগ্রাম তবে দুই আরম্ভিল॥
তবে বীর তাম্রধ্বজ অতি মহাবল।
বভ্রুবাহা বীরেরে পাড়িল ক্ষিতিতল॥
বাণে বাণে হৃদয়ে বিদরে মহামতি।
মোহিত করিল চিত্রাঙ্গদার সন্ততি॥
পড়িলেক ভূমিতলে বভ্রুবাহা মহাবীর
তাম্রধ্বজ নৃপতি নির্ভয় শরীর॥
ব্যূহ বিদারিয়া যায় গোবিন্দ মারিতে।
ভঙ্গ দিল পাণ্ডুসৈন্য তাহাকে দেখিতে
হংসধ্বজ আদি যতেক বীরগণ।
রণ পরিহরি গেল হইয়া ভীত মন॥
যত সৈন্য সবে মিলি পার্থক গঞ্জন্ত।
জ্ঞাতিবধহেতু তবে যজ্ঞ করেন্ত॥
আহ্মি সব বীর তুহ্মি মারিলা জে আনি।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধে আজি তবে হারাইবা পরাণি
সৈন্যের বেগগতিক দেখিয়া ধনঞ্জয়।
নব বাণ ধনুকেতে জোড়ে ক্রোধ অতিশয়

আকর্ণ পূরিয়া বাণ রণেত এড়িল।
তাম্রধ্বজ নৃপতির হৃদয়ে লাগিল॥
চর্ম্মবর্ম্ম ভেদিয়া হৃদয়ে লাগে বাণ।
তাম্রধ্বজ পড়িলেক হইয়া মূর্চ্ছমান॥
কতক্ষণে চৈতন্য লভিল মহাবীর।
আর রথে চড়িলেক নির্ভয় শরীর॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভর।
বাণে আচ্ছাদিল পার্থের কলেবর॥
[illegible]নুর্দ্ধর পার্থ সমর কেশরী।
সর্ব্বজন কাটিলেক তিল তিল করি॥
সারথির মাথা কাটি বোলএ নরপতি।
দেখহ তোহ্মার ঘোড়া কাটিল সারথি॥
তোকে বন্দী করিয়া নিমু বাপের গোচর।
জীবন্ত ধরিয়া নিমু বাপের নগর॥
শুনিয়া তাহান সেই বাক্য অহঙ্কার।
ক্রোধ হইল পার্থ বীর হুতাশ আকার॥
গাণ্ডীবেত গুণ দিয়া যুড়িলেক বাণ।
সারথি সহিত রথ কাটিল তাহান॥
সেই রথ এড়িয়া রাজা আর রথে চড়ে।
সেই রথ ধনঞ্জয় ভূমিতলে পাড়ে॥
একে একে সহস্র রথ কাটিল তাহার।
সমরেত ধনঞ্জয় শমন আকার॥
তবে রাজা তাম্রধ্বজে এড়ে সেই রথ।
ত্বরমাণে আর রথে চড়ে মহাসত্ত্ব॥
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ তবে এড়িল সমরে।
পড়িলেক সেই বাণ পার্থের কলেবরে॥
দেখিয়া আছেন হরি আপনা বিদিতে।
ভূমিত পড়িল পার্থ হইয়া মূর্চ্ছিতে॥
নিমেষেক পার্থবীর মূর্চ্ছা পরিহরি।
রথেত চড়িল গাণ্ডীব হাতে করি॥
তাম্রধ্বজ রাজাকে তবে বাণে আচ্ছাদিল।
ক্রোধ হইয়া তাম্রধ্বজ আর ধনু লইল॥
রথেত মারিয়া বাণ দূরে নিক্ষেপিল।
প্রহরেকের পথ রথ নামাইল॥
পুনি আইল সেই পার্থ ত্বরিতগমনে।
তিন বাণে রথ তার ক্ষেপিল গগনে॥
ধ্বজচ্ছত্র সহিতে তাম্রধ্বজের রথ।
অর্জ্জুনের বাণে ভ্রমে গগনের পথ॥
রহিয়া পাণ্ডব বীর মারে তবে সৈন্য।
বাছিয়া বাছিয়া মারে যত অগ্রগণ্য॥
বহু সৈন্য পড়িল দেখে অর্জ্জুনের শরে।
পুনি তাম্রধ্বজ বীর পড়িল সমরে॥
দুই জন মহারথী হএ ধনুর্দ্ধর।
করএ বহুল যুদ্ধ দুই সমশর॥
দুই অক্ষৌহিণী সেনা মারিল তাহার।
অধিক করিল যুদ্ধ ইন্দ্রের কুমার॥
তাম্রধ্বজ মারিলেক অযুতেক সৈন্য।
দুইজন বিশারদ রণে অগ্রগণ্য॥
ইন্দ্রের নন্দন বীর পার্থ মহাশয়।
তাম্রধ্বজ প্রতি ক্রোধ করে অতিশয়॥
বামহস্তে বাণ মারে পাণ্ডুর নন্দন।
গুণসমে কাটিয়া পাড়য়ে শরাসন॥
সুবর্ণের ধ্বজ ভূমিত পাড়িল।
বিচিত্র পতকাধ্বজ খণ্ড খণ্ড কৈল॥
রথের কাটিয়া ঘোড়া কাটিল কোদণ্ড।
অষ্টচক্র কাটিয়া কৈল খণ্ড খণ্ড॥
তাহার সারথি কাটিল ধনঞ্জয়।
তাম্রধ্বজ প্রতি ক্রোধ করে অতিশয়॥
আর রথে আরোহিল তাম্রধ্বজ বীর।
পুনরপি করে যুদ্ধ নির্ভয় শরীর॥

তিল প্রমাণে ভেদিলেক তাম্রধ্বজ বীর।
ধারাএ পড়য়ে তান গাত্রের রুধির॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া মাংস কাটে তীক্ষ্ণ শরে।
তথাপি না ছাড়ে যুদ্ধ তাম্রধ্বজবীরে॥
দুইজনের যুদ্ধ আছিল সপ্তদিন।
তথাপিহ রণে কেহ নাহি হয় হীন॥
আকাশেত দেবতা যত হইল বিস্মিত।
পৃথিবীত যত দিন হইল চমকিত॥
তবে মহাবীর তাম্রধ্বজ নরপতি।
অর্জ্জুনের রথ ধরিল শীঘ্রগতি॥
সাচা * * * মাংস উদ্দেশিয়া।
গগনে সঞ্চরে রাজা পরাক্রম করিয়া॥
দূরে তুলিয়া রথ ক্ষেপে ভূমিতলে।
পড়িলেন্ত ক্ষিতিতলে পার্থ মহাবলে॥
এ বুলিয়া পড়ে পার্থ রথের উপরে।
কৃষ্ণে আসি মারে গদা যে তাহারে॥
তাম্রধ্বজে বোলে মুই পাড়িনু পাণ্ডব।
তুহ্মি কেহ্নে তাহারে ধরিলা মাধব॥
আপনার রক্ষা এবে কর চক্রধর।
এ বুলিয়া পড়ে তান রথের উপর॥
গদা লইয়া হরি তার হৃদয়ে মারন্ত।
রথের সম্মুখে ভূমিতলেত গড়ন্ত॥
পুনি তাহাকে হানিল গদাধর।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বুলিল উত্তর॥
দেখ দেখ পার্থ বড় ধর্ম্ম নরপতি।
মোহিত করিল যত সৈন্য সেনাপতি॥
একেশ্বর কেহ তাকে না পারে জিনিতে।
অনুরোধ ছাড়িয়া গাণ্ডীব লও হাতে॥
তুহ্মি আহ্মি দুই জনে পারিব ত্বরিতে।
বাণ এড় যত শক্তি তাহার জে মাথে॥

এ বুলিয়া হরি ধনুতে দিল গুণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বাণ সুনিপুণ॥
অর্জ্জুনে গাণ্ডীব লইয়া এড়ে দিব্য বাণ
তথাপিহ ভঙ্গ না দেয় নৃপতি-নন্দন॥
একই হরি তুহ্মি রাখএ তাহারে।
মোর বাণে হইব আজি পার্থের সংহা
রণ পরি হরি তুহ্মি হওত সারথি।
অর্জ্জুনেরে রাখ আজি তোহ্মার শক্তি
শুনিয়া তাহান কথা দেব দামোদর।
উঠিলেন্ত অর্জ্জুনের রথের উপর॥
হাতএ চাবুক করি রথ চালাইল।
অর্জ্জুনে করিতে রণ মহা ক্রোধ হইল
তাম্রধ্বজ রাজাএ তবে হাতে লইল ধ
দশ বাণ মারিলেক গোবিন্দের তনু॥
ছয় বাণে অর্জ্জুনের বিন্ধিল শরীর।
পঞ্চবাণে ধ্বজ কাটিল জে বীর॥
তবে তাম্রধ্বজে দেখিয়া সৈন্যের মর্দ্দন
ডাক দিয়া হরিকে বলিল বচন॥
সুদর্শন চক্র তবে লও দামোদর।
মোকে সংহারিতে তবে আইস সত্বর
মোকে এড়ি সৈন্যে মার কিসের কার
* * * * ॥
মোর বাহুবল দেখহ দামোদর।
তোহ্মারে ধরিয়া নিব বাপের গোচর
তুষ্ট হইবেক বাপ দেখিব বহুতর।
* * * * ॥
তোহ্মা উদ্দেশিয়া বাপে করেন ভকতি।
দেখিব তাহ্মারে বাপে করিব প্রণতি॥
মনুষ্য শরীর তুহ্মি হওত দেবতা।
যজ্ঞ করিবেন বাপে হইয়া বড় দাতা॥

তোহ্মাকে ধরিয়া নিব শুন দামোদর।
এ বুলিয়া নিকটে তান আইল সত্বর॥
আপনা দক্ষিণ করে তান রথ ধরে।
চরণ যুগল ধরিয়া বাম করে॥
তুলিল তাহারে রথে বাহুবলে ধরি।
অর্জ্জুন ধরিতে জাএ অহঙ্কার করি॥
ডাকিয়া বোলেন হরি অর্জ্জুন অর্জ্জুন।
সত্বরে ধনুতে তুহ্মি দেয় গুণ॥
গোবিন্দ বচনে পার্থে জোড়ে শরাসন।
হৃদয়ে ভেদিল তান সূক্ষ্ম সন্ধান॥
বেদনা না মানি ধায় সত্বরে গিয়া।
পার্থেরে ধরিল দুই করে সাপুটিয়া॥
দুই হাতে ধরি বীর লইআ চলিল।
তা দেখিয়া গোবিন্দ মহাক্রোধ হইল॥
চরণ প্রহার কৃষ্ণ তাকে মারিলেন্ত।
সেই ঘাও সহিয়া ভূমিতে পড়িলেন্ত॥
পড়িয়া পড়িয়া তাম্রধ্বজ নরপতি।
দুই জন আছাড়িল আপনা শকতি॥
মহাশব্দে ভূমিত পড়িল দুইজন।
মূর্চ্ছিত হইয়া হইল অচেতন॥
মোহিত হইয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
মারিল পার্থের সৈন্য নির্ভয় শরীর॥
বিমুখ করিয়া তবে সৈন্য মহাবল।
ঘোড়া লইয়া নিজ ভবনে চলিল॥
নিজ সৈন্য সঙ্গে করি জয়ধ্বনি করি।
তাম্রধ্বজ গেল নিজপুরী অনুসরি॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ জনক তাহার।
ব্রতস্থ হইয়া আছে যজ্ঞ করিবার॥
নর্ম্মদার তীরে তার যজ্ঞমণ্ডপ।
তথা থাকি নরপতি করে জপতপ॥
মৃগচর্ম্ম অঙ্গেতে করিয়া পরিধান।
অসিপত্রব্রত করে পত্নী সন্নিধান॥
যজ্ঞ মণ্ডপেত বসিয়াছে বৃদ্ধরাজ।
নরপতি সকল আর মুনির সমাজ॥
হেনকালে দুই ঘোড়া করিয়া সংহতি।
প্রণাম বাপেরে গিয়া করে মহামতি॥
হাসিতে হাসিতে রাজা পুত্রকে পুছন্ত।
সময় লঙ্ঘিয়া কেহ্নে আইলা মতিমন্ত॥
বৎসরেক পূর্ণ নাহি চরে তুরঙ্গম।
আর কার ঘোড়া আনিয়াছ তার সঙ্গম॥
বাপের বচনে তাম্রধ্বজে কহে কথা।
দ্বিতীয় ঘোড়ার এহি আগমনবার্ত্তা॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
এড়িয়াছে এহি ঘোড়া যজ্ঞের কারণ॥
কৃষ্ণ সমে ধনঞ্জয় রাখয়ে তাহারে।
আর যত সৈন্য সঙ্গে নৃপতি অপারে॥
আনিলাম তার ঘোড়া তোহ্মার গোচর।
সেনাপতি সকলেত পুছ বার্ত্তা মোর॥
পুত্রের বচনে রাজা জন্মিলেক দুঃখ।
না চাহিল রাজা তবে তাম্রধ্বজের মুখ॥
রাজার ইঙ্গিত জানি কহে সেনাপতি।
ধরিল পার্থের ঘোড়া তোমার সন্ততি॥
মহাবীর পার্থ দেখ বিক্রমে অতুল।
বড় বড় রাজা পার্থের অনুকূল॥
জিনিলেক সমরে তাম্রধ্বজ নরপতি।
হারিলেক বভ্রুবাহা রাজা আদি॥
প্রদ্যুম্ন যত বীর সকল জিনিল।
কর্ণের নন্দন প্রভৃতি সকলে মরিল॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই বীর মোহিত করিয়া।
তোহ্মার নিকটে আইল তুরগ লইয়া॥

মোহ এড়ি কৃষ্ণ সঙ্গে পার্থ মহাবল।
না জানি কি কর্ম্ম করে অশ্বের অন্তর॥
সেনাপতি মুখে শুনিয়া হেন বচন।
পুত্রকে গঞ্জিল তবে নৃপতি তক্ষণ॥
আরে পাপিষ্ঠ তুই বঞ্চিলে মোক।
তুহ্মি পুত্রে নষ্ট করিলে পরলোক॥
যার নাম স্মরণে পাতক হয় নাশ।
যদুবংশে জন্মি আছে সেই পীতবাস॥
উদ্দেশে চরণে জাক করিঅ ভকতি।
সাক্ষাতে না পাইল তান করিতে প্রণতি॥
গোবিন্দ ছাড়িয়া কেহ্নে আইলা পাপমতি
ধর্ম্মাধর্ম্ম না জানে তাহার যে গতি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম না জানেন তান গরিষ্ঠ।
কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়িয়া আইলে পাপিষ্ঠ॥
কৃষ্ণ ছাড়ি ঘোড়া লইয়া আইলে দুরাচার
চিন্তামণি ছাড়ি দিলা গলে সাপহার॥
যারা পুত্র মো যতেক জনে জন।
না পারিলু সমর্পিতে তাহান চরণ॥
পুত্র হইয়া মোর শত্রু উপজিলে।
গর্ভপাত হইয়া কেহ্নে তুমি না মরিলে॥
তাহার পরম বন্ধু পার্থ ধনুর্দ্ধর।
না দেখিনু তাকে মুই নয়নগোচর॥
যার বাণে তুষ্ট হইল দেব পুরন্দর।
হস্ত পসারিয়া আলিঙ্গিলা কলেবর॥
হেন পুণ্যজন মুই অর্চ্চিতে না পাইনু।
কৃষ্ণের হস্তেকে মুই পুণ্য না অর্পিনু॥
যজ্ঞ ছাড়িয়া যাইমু কৃষ্ণ কত দূর।
যথাতে গোবিন্দ আছে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
এ বুলিয়া নরপতি গঞ্জিল তনয়।
তথাতে মোহ পরিহরি কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
বভ্রুবাহা বৃষকেতু প্রদ্যুম্ন কুমার।
চৈতন্য লভিল তবে সৈন্য পরিবার॥
গোবিন্দেত পুছন্ত বার্ত্তা বীর ধনঞ্জয়।
কথা গেল তাম্রধ্বজ রাজা মহাশয়॥
অশ্ব লইয়া গেল সৈন্য পরাজিয়া।
কৃপা কর হরি তাকে দেখাইয়া॥
আজি রণে তাকে পাঠাইব যম ঘরে।
উদ্ধার করিমু ঘোড়া শুন দামোদরে॥
পার্থের শুনিয়া কথা দৈবকীনন্দন।
রত্নপুরে নিল ঘোড়া শুনহ কথন॥
তাম্রধ্বজ রাজা গেল বাপের নিকট।
উদ্ধার করিব ঘোড়া পার্থ না পাইবা সঙ্কট
প্রদ্যুম্ন আদি যত আইসুক সত্বরে।
আহ্মি যাইব গুপ্ত করিয়া শরীরে॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ বড় পুণ্যবন্ত।
তোহ্মাকে দেখাই তাকে শুনি মতিমন্ত
কুতূহলে যাইব আমি তাহান বিদিত।
কহিয় অর্জ্জুন আগে মোহার ইঙ্গিত॥
এহি সমবায় করি গোবিন্দ ধনঞ্জয়।
গুপ্ত হইয়া চলিলেক দুই মহাশয়॥
প্রদ্যুম্ন আদি করি যায় বীরগণ।
যত সৈন্য সঙ্গে করি করিল গমন॥
মণিপুর বেড়িয়া যত সৈন্য সান্তাইয়া।
পার্থে কহন্ত হরি প্রণতি করিয়া॥
রাজা পরীক্ষিতে দুই হইয়া গুপ্তবেশ।
তুহ্মি আহ্মি দুইজনে চাহি এহি দেশ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ গোবিন্দ ধরিল।
মায়া করি অর্জ্জুনের নববালক করিল॥
দুই জন শিষ্য গুরু প্রবেশে নগর।
ভিক্ষা মাগন্ত তবে প্রতি ঘরে ঘর॥

সেই নগরেতে কৃষ্ণ বঞ্চিল রজনী।
ঘরে শুনিলেন বিপ্রের যে ধ্বনি॥
প্রভাতে করিয়া স্নান চলিল দুইজন।
ললাটে তিলক দিল দীঘল ভূষণ॥
হাতেতে পুস্তক ধরি করি বিপ্রবেশ।
যজ্ঞের মণ্ডপে গিয়া করিলা প্রবেশ॥
আগে জাএ গুরু পাছে শিষ্যের গমন।
নৃপতির আগে গিয়া দিল দরশন॥
বেদমন্ত্র শান্তি লইয়া করে আশীর্ব্বাদ।
অগ্রতে জে রহিলা পাইলা অবসাদ॥
রাজা বলে আগে মুই না করিতে নমস্কার
আশীর্ব্বাদ করিলা কোন ব্যবহার॥
বিনি নমস্কারে আশীর্ব্বাদ শাপতুল।
বেদশাস্ত্রে এই মত বলিছে অতুল॥
অযুক্ত করিলা কর্ম্ম অতি অনাচার।
এ বুলিয়া নরপতি করে নমস্কার॥
বিপ্রে বুলিল তবে শুন নরপতি।
বিনি শাস্ত্রে এমত বলিল বৃহস্পতি॥
নিবেদন কালে বিপ্রে দেখিয়া নৃপতিক।
আশীর্ব্বাদ করে বিপ্রে দেখিয়া উপাধিক
এহি হেতু আগে করিলাম আশীর্ব্বাদ।
পুণ্যবন্ত রাজা তুহ্মি না চিন্ত প্রমাদ॥
তাহান বচন শুনি বোলে নররাজ।
কহ কহ বিপ্র তুহ্মি মনোরথ কাজ॥
যেই বাঞ্ছা কর তুহ্মি তাহাকে যে দিব।
রাজ্য ধন কিবা আব আপনার জীব॥
পুত্র দারা ধন কিবা তারে নাহি গ্রহ।
বোলহ যে বিপ্র তুহ্মি কোন ধন চাহ॥
রাজার এমত তবে শুনিয়া কথন।
কপট করিয়া তবে বোলয়ে ব্রাহ্মণ॥

ধর্ম্মপুরে বসতি বৃদ্ধ কলেবর।
একপুত্র সঙ্গে আর শিষ্য * * বর॥
জীবিকা করিয়া আহ্মি পুষি তিনজন।
পুত্রের হইয়া আছে প্রথম যৌবন॥
বিবাহ করাইতে তাকে নাহি কিছুধন।
মহাচিন্তা পাই আহ্মি তাহার কারণ॥
বিদেশী বিপ্রের হেন শুনিল বচন।
নৃপতি ময়ূরধ্বজ দিল বহুধন॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে তার আছে পুরোহিত।
ধর্ম্মকর্ম্মে সেহ অতি সুচরিত॥
তাহান কন্যা আছে রূপেতে পার্ব্বতী।
সেই কন্যা দান করিব শর্ম্মা মহামতি॥
এহি কথা শুনিয়া মনে আনন্দ হইলে।
পুত্র সঙ্গে করিয়া আইলুম সেই কালে॥
আগে আমি আহ্মি মধ্যে পুত্রবর।
তার পাছে এহি শিষ্য চলিছে সত্বর॥
মহাবন মধ্যে আইলা তৎপরে।
আর কে নাহিক সঙ্গে অরণ্য ভিতরে॥
দৈবগতি এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
আহ্মারে ছাড়িয়া দিল বৃদ্ধ কলেবর॥
খাইবার তরে পুত্র নিল মৃগপতি।
হাহা পুত্র করি মুই করিনু প্রণতি॥
নরসিংহ হরি স্মরিনু উচ্চস্বরে।
ক্রোধ হৈয়া আইলা সিংহ মোহার গোচরে
মানবের কথা হেন আমাকে বলিল।
কি কারণে হেন শ্রম উপার্জ্জিল॥
পুত্র পাই তোরে মুঞি ক্ষুধায় পীড়িত।
এহারে ডক্কারে হেন নাহি পৃথিবীত॥
শিষ্যসঙ্গে চল তুমি জাও নিবর্ত্তিয়া।
আর পুত্র উপার্জ্জিয়া করাও * * বিহা॥

অপুত্রের গতি নাহি অমর নগর।
তেকারণে বিপ্র চলি যাও নিজ ঘর॥
সিংহের শুনিয়া হেন বচন কলাপ।
অগ্রেতে পড়িনু করিয়া সন্তাপ॥
এড়হ সিংহ তুমি আহ্মার তনয়।
আহ্মাকে কর ভক্ষণ হয়ত সদয়॥
হইল কাতর বালক ছাড় মোর।
পড়ি আছে মুয়ে সিংহ তোমার গোচর॥
মোর কথা কহি শুন আরবার।
কেহ্নে বিপ্র বোলায়ে এমন ব্যবহার॥
তোর মাংসে স্বাদ নাই বৃদ্ধ কলেবর।
বিশেষে কহিএ বিপ্র চিত্ত কর স্থির॥
যদি পুত্র উদ্ধারিতে আছে তোর আশ।
উপায় বুলিএ তোকে শুন ইতিহাস॥
তবে তাকে দিব আমি উপাএ কহিল।
মনুষ্যের অশক্য কর্ম্ম তাহাকে বুলিল॥
কহিতে না আইসে মুখে শুন সাধুজন।
যে বুলিয়া আছে সিংহে শুনহ কথন॥
রাজা বোলে কহ বিপ্র সিংহে কি বলিল
তথাপিহ অশক্য দিবারে বলিল॥
মোর দেশে সিংহ হেন নাহি বিদ্যমান।
না বুঝি এ হেন সিংহ আইল কোনস্থান
সেই সে ধরিল পুত্র অরণ্য মাজ।
মনুষ্যের কথা কহে মৃগপতিরাজ॥
কি মাগিল নরসিংহে কহ বিপ্রবর।
সেই দিব সত্য আহ্মি কহিল তৎপর॥
দারা পুত্র হএ কিবা আপন শরীর।
সেই দিব কহিল আহ্মি তোমার গোচর
রাজার বচনে বোলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
মুখেত না আইসে রাও তাহান বচন॥

তথাপিহ আহ্মার রাজা প্রতিজ্ঞা শুনিয়া
সত্য কথা কহি আহ্মি শুন চিত্ত দিয়া॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজের অর্দ্ধেক শরীর।
করাতে তাহান করিয়া দুই চির॥
রাজার মহিষী সে যে অতি গুণবতী।
তেই কাটিবেস্ত নিজ পুত্রের সংহতি॥
তাহান অর্দ্ধেক অঙ্গ আনি দেয় মোক।
তবে সে এড়িব শুন সেই শিশু তোক॥
প্রসন্ন বদনে রাজা যদি করে দান।
তবে সে আনিয় তান অর্দ্ধ দেহখান॥
আর না কহিল সিংহে এমত বুলিয়া।
আহ্মি আইল নরপতি তোহ্মা উদ্দেশিয়া
সেহ বিপ্রে যদি এমত বুলিল।
আনন্দিত হইয়া রাজা আসন এড়িল॥
তাম্রধ্বজ পুত্র রাজা রাখে সিংহাসনে।
অনুচর ডাকিয়া বলিল বচনে॥
দুই স্তম্ভ আরোপিয়া করোয়াত সহিত।
নারীপুত্রে তনু মোর করৌক বিদারিত॥
ধন্য রাজা পৃথিবীতে হইব সংসার।
যোগ্যপুত্রে রাজ্য দিব প্রজা পালিবার॥
ব্রাহ্মণের হেতু যাইব স্বর্গদ্বার।
নরসিংহে তুষ্ট হইব মোর কলেবর॥
মুই ভাগ্যবন্ত হইব পৃথিবী ভিতর।
এ বুলিয়া নরপতি আনন্দ হইল॥
* * * * *
ব্রাহ্মণ সভেরে রাজা বহুধন দিল॥
মহাদেবী বোলে রাজা শুনহ বচন।
মোরে দান কর রাজা নেউক ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে বোলেন হেন সিংহে না বুলিল।
ক্রুদ্ধ হইব সিংহে যদি নারীক দেখিল॥

ব্রাহ্মণ বচন শুনি নৃপতি কুমার।
রাজাএ শুনএ তবে বচন তাহার॥
পিতার অর্দ্ধেক তনু জানিয়া তনয়।
মোকে দেয় নরপতি হইয়া সদয়॥
বাপের কারণে পুত্র ছাড়ি কলেবর।
সেই পুত্র ধন্য জান পৃথিবী ভিতর॥
তাম্রধ্বজের বাক্য শুনি বোলে বিপ্রবর
এমত না বুলিল সিংহে শুন দণ্ডধর॥
সর্ব্ববীর বাথানন্ত মনে পরিহন্ত।
নৃপতির বোলে কেহ অন্যথা না করন্ত॥
রাজাএ বোলে যদি চাহ এ তিন লোক।
একজন মনে কেহ না ভাবিয়া শোক॥
প্রসন্ন বদন হয় মোর পুত্র দার।
হাতে ত করাত লইয়া করোক বিদার॥
যদি মোর চিত্ত চাহ না ভাবিহ আন।
করাতে চিরিয়া মোরে করুক দুইখান॥
রাজার এমত তবে শুনিয়া কথন।
কুমার করাত লইয়া আইল ততক্ষণ॥
নারীপুত্রে করাত লইয়া দুই করে।
আরোপিল নিয়া রাজমাথার উপরে॥
ধর্ম্মভয়ে মুখে হতে বিদারে পরিহরি।
মাএ পুত্রে দুই জনে করাত হাতে করি
রাজার মস্তকে তবে করিলেক ঘাত।
নৃপতির বাম চক্ষুর জল হয় পাত॥
তা দেখিয়া বিপ্রে বোলে ক্রোধ করি।
না লইব তবে দান যাইব পরিহরি॥
কাতর হইল রাজা পড়ে চক্ষুর জল।
কাতর বদনে লইলে না হয় কোন ফল
আহ্মার পুত্রের কর্ম্মে যা আছে হউক।
সহস্রেক পুত্র মোর সিংহে নিয়া খাউক
চলিলেক বিপ্রে কহিয়া এহি কথা।
নরপতি শুনিয়া এমন বারতা॥
পত্নীপুত্র পাঠাইয়া ব্রাহ্মণে কহিল।
সন্তার্পিয়া নরপতি এমন বুলিল॥
বেদনার হেতু মোর বাম নয়নের জল।
না পড়িল বিপ্র মোর শুন কুতূহল॥
করিব দক্ষিণ অঙ্গে ব্রাহ্মণের কার্য্য।
বাম অঙ্গের ব্যর্থ জন্ম হইল অনাহার্য্য॥
এহি হেতু পড়ে মোর বাম নয়নের জল।
বেদনা নাহিক অঙ্গে শুন মহাবল॥
অর্দ্ধ অঙ্গ লইয়া চলহ মহাশয়।
সিংহ হৈতে মাগ গিয়া আপন তনয়॥
কাটিয়া আমার পুত্র দারা পুত্রচিত।
প্রসন্ন হয় তুমি মনের বাঞ্ছিত॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ এমত বুলিতে।
ততক্ষণ পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে॥
সাধু সাধু বলে কৃষ্ণ নিজমূর্ত্তি ধরে।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধরে চারি করে॥
অর্জ্জুনে আপনা মূর্ত্তি হইল তক্ষণ।
কৃষ্ণে গিয়া তাকে কৈল আলিঙ্গন॥
তোকে পরীক্ষিল মুই অশেষ প্রকারে।
তুহ্মি হেন সাধু নাই এ তিন সংসারে॥
অক্ষয় হইয়া রহোক তোহ্মার বসতি।
চিরকাল হইবা তুহ্মি আহ্মার সংহতি॥
যজ্ঞ করে রাজা নৃপতি যুধিষ্ঠির।
অসাঙ্গেত সাঙ্গ করিব শুন বীর॥
যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ অর্জ্জুন সহোদর।
আহ্মার পরম বন্ধু পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তার সনে মৈত্রতা কর নরপতি।
আসিয়াছেন দেখ পার্থ আহ্মার সংহতি॥

এই ঘোড়া এড়িয়া দেয় সৈন্য করি সাজ
পার্থ সমে রাখোক ঘোড়া বীর তাম্রধ্বজ॥
গোবিন্দ বচন শুনিয়া নরপতি।
মাথার করোয়াত খণ্ডাইল শীঘ্রগতি॥
স্তুতি করিলেক রাজা গোবিন্দ চরণ।
অর্জ্জুনের প্রণমিলা দয়া হইয়া মন॥
রাজাএ বোলে যজ্ঞ মোর আন কোন কাজ
যজ্ঞ পুরোহিত রাজ আইল সমাজ॥
তোহ্মাকে দেখিলে যজ্ঞ করে মূঢ়জনে।
তুহ্মি যাকে তুষ্ট হয় তার স্বর্গেত গমনে
এইরূপে স্তুতি করিল নরপতি।
দারাপুত্র সমে কৈল গোবিন্দ প্রণতি॥
তিন রাত্রি গোবিন্দ তথায় মোদিল।
অশেষ প্রকারে রাজা পরিতুষ্ট কৈল॥
আর দিন তাম্রধ্বজ রাজে আরোপিয়া।
অশ্ব রাখিবারে চলে কৃষ্ণ সঙ্গে লৈয়া॥
দুই ঘোড়া এক সঙ্গে ক্ষিতি বিচরন্ত।
মহা মহারথী সবে পালন করন্ত॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥

ইতি তাম্রধ্বজযুদ্ধ সমাপ্ত।

তবে জন্মেজয় রাজা মিনতি পুছিল।
রত্নপুর হতে ঘোড়া তবে কথা গেল॥
নানাদেশে দুই হয় একত্রে চলিল।
পথগতি সারস্বতপুরিতে মিলিল॥
সর্ব্বজন ধর্ম্মবন্ত অতি ধর্ম্মশীল।
নগরেত অপভাষা বচন নিঃসরিল॥
সামান্য জনে কহে সংস্কৃত কথা।
প্রজা সগণে না জানন্ত অধর্ম্ম বারতা॥
বীরবর্ম্মা নামে তাত অতি মহাবল।
ভুবন বিদিত সে যে আছএ নির্ম্মল॥
নগর পালন্ত রাজা নিজ বাহুবলে।
যার সম্বন্ধ যত দেবগণ করে॥
তাহার নগরে গেল যজ্ঞের তুরঙ্গ।
মহা মহাবীর সব চলে তার সঙ্গ॥
বীরবর্ম্ম রাজা শুনিয়া বিবরণ।
ঘোটক আনিয়া আছে পাণ্ডুর নন্দন॥
সবংশে ভ্রময়ে হরি তার সহচর।
মহামহা রাজা আছে তার অনুচর॥
শুনিয়া এ হেন কথা বীরবর্ম্ম নরপতি।
ঘোটক রাখিয়া যায় অতি শীঘ্রগতি॥
পঞ্চপুত্র নৃপতির খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
শুভ অঙ্গ জ্যেষ্ঠ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয় শুভনিশ অপর কুশল।
পঞ্চমেত সব সঙ্গক মহাবল॥
বহুল সেনাপতি লইল মহামতি।
দুই ঘোড়া ধরিল আসিয়া শীঘ্রগতি॥
নৃপতির পঞ্চপুত্রে ঘোড়া ধরিলেন্ত।
অর্জ্জুনের সৈন্য দূরে থাকি আলোকন্ত॥
ক্রুদ্ধ হইল বভ্রুবাহা অর্জ্জুননন্দন।
রথ চালাইয়া তবে প্রবেশিল রণ॥
শঙ্খনাদ করিয়া বৃষকেতু বীর।
সংহারন্ত সর্ব্বসৈন্য রণে মহাবীর॥
অর্জ্জুন নন্দন বীর অর্জ্জুন সমান।
যত সৈন্য মারিল নাহিক সমাধান॥
নৃপতির পঞ্চ পুত্র বিমুখ করিল।
তা দেখিয়া যমরাজাএ সময়ে রুষিল॥
বীরবর্ম্মা নৃপতির হএ জামাতার।
যে কারণে যমে আসি করএ রক্ষা॥

সর্ব্ব জগতের প্রাণ তেই সে হরন্ত।
শিবিরে আসিয়া রণ আপনে করন্ত॥
তান সাক্ষাত কেবা হইবেক স্থির।
ভয়ে পলায়ন্ত সব পাণ্ডু সৈন্য বীর॥
দূরে থাকি তাহাকে দেখেন্ত অর্জ্জুন।
কৃষ্ণের বিস্ময় মনে বোলন্ত নিপুণ॥
কহ কৃষ্ণ কেহে এহি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সংহারে মোহার সৈন্য তোক্ষার গোচর
অর্জ্জুনের বাক্যে বোলে দেবকীনন্দন।
শুনহ অর্জ্জুন যত বিবরণ॥
আদিত্যনন্দন সে জে হয় ধর্ম্মরাজা।
তেহি সে সংহার করে সকল পরজা॥
বীরবর্ম্মার নন্দিনী হএ গুণবতী।
উত্তমা যে রূপে গুণে হএত পার্ব্বতী॥
যম বরিবার চাহে নৃপতিনন্দিনী।
তপ করিলেক বনে হইয়া একাকিনী॥
বীরবর্ম্মা রাজাএ যমেরে অর্চ্চন্ত।
নারদ শুনিএ যম রাজারে কহন্ত॥
নারদের মুখে শুনিয়া এহেন বিবরণ।
বিবাহ করিতে আইল শমন॥
করজোড় কন্যাগণ তার সহচর।
সর্ব্বদয়া আছিল অতি মনোহর॥
যেই ধর্ম্মে যেই বেলা হএ উপসন।
সেই ধর্ম্মে জার জে ভোগ হএত তথন॥
গ্রন্থগৌরবভয়ে তাহা না লেখিল।
বীরবর্ম্মা নগরেত শমন মিলিল॥
বীরবর্ম্মাএ দান কৈল লইল শমনে।
নৃপতিএ মন বুঝি বুলিল আপনে॥
আহ্মি তোকে তুষ্ট হইল একচিত্তে।
বর মাগ নরপতি মনের বাঞ্ছিতে॥

বহুকাল জীব আমি লভিব ইষ্টবর।
তাকে ইষ্ট কইলে ধর্ম্ম হএত বিস্তর॥
রাজার বচন শুনি বোলয়ে শমনে।
কহিবারে কহ যম মহাজনে॥
* * এ করিল দান প্রতিগ্রহ জনে।
আশীবাদ তাহাকে করিল তথনে॥
এমত আছএ বেদে শুন নরপতি।
আশীর্ব্বাদ করি আহ্মি শুন মহামতি॥
শমনের কথা শুনি বুলিল বীরবর্ম্মা।
* * * * * *॥
এমত যদি বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম হয়।
* * * * * * *॥
বিষ্ণুরে দেখি যেন অন্তিম সময়।
এহি বর দেহ মোরে শুন মহাশয়॥
রাজার শুনিয়া হেন মনের বাঞ্ছিত।
এমত বুলিল তবে রাজার বিদিত॥
যাবত গোবিন্দ মনে হয় দরশন।
তবেত থাকিব তোক্ষার ভুবন॥
যেই শত্রু তোক্ষার আইসে নগর মাঝার
সমর করিয়া তাকে করিব সংহার॥
এহি সত্য করি যম এথায় রহিল।
তেকারণে তোর সৈন্য মারিতে লাগিল
এহি দেখ পার্থ বীরবর্ম্মা নরপতি।
বহুসৈন্যের সেনা আপনে মহামতি॥
দেখিয়া তোক্ষার সৈন্য অতি ত্বরমাণ।
আপনে অর্জ্জুন তুমি হও সাবধান॥
বক্রবাহা আর বৃষকেতু তাম্রধ্বজ।
কুমার মেঘবন্ত আর হংসধ্বজ॥
যৌবনাশ্ব রাজা আর * * * কুমার।
নীলধ্বজে মুখ্য করএ অপার॥

প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ তারা দুইজন।
কৃতবর্ম্মা বীর আর শিনির নন্দন॥
সর্ব্বজনে করিবেক স্নেহ পরিহরি।
আপনি থাকিব আহ্মি ছায়া তবে করি
এহি কথা কহিলা হরি অর্জ্জুনের স্থানে
মহারথী বীরবর্ম্মা আইলা ততক্ষণে॥
বীরদর্প করিয়া অর্জ্জুনক ডাক দিয়া।
ঘোড়া তোর নিয়াছোম বলে ধরিয়া॥
সংহারিব রণে তোর সৈন্য সেনাপতি।
তোহ্মা স করিতে রণ লয় মোর মতি॥
হাতে ধনু লয় বীর করিতে সমর।
এবোলে বুলিল বীরবর্ম্মা নৃপবর॥
সপ্তদশ বাণে তবে অর্জ্জুনেরে হানিল।
আর যত বীর ছিল সকল বিদারিল॥
যত জন সব সংহারিল মহামতি।
অর্জ্জুনের সনে রণ কৈল মহামতি॥
অর্জ্জুনের বাণে ভান পড়িল হৃদয়।
অন্যোহন্যে বাণ এড়ে দুই মহাশয়॥
সহস্রেক বাণ বীরবর্ম্মা এড়ে।
ধনঞ্জয় বীর তারে শীঘ্রগতি পাড়ে॥
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি বহুত যে শব্দ।
বলহীন জনে শুনি হইলেক স্তব্ধ॥
মর্ম্মেতে হানিল বীরবর্ম্মা কলেবর।
রণে ক্রোধ হইল কেহ নহে স্থির॥
ধ্বজের উপরে দেখি কপি হনুমান্।
তাহারে মারিল রাজাএ শত বাণ॥
অর্জ্জুনেতে বোলেন দৈবকীনন্দন।
না পারিবা তুহ্মি তাকে করিতে নিধন
উপাএ বধিব তাকে শুন ধনঞ্জয়।
তবে রথ ধরিলেক হনুমন্ত মহাশয়॥
লেঙ্গুড়ে জড়িয়া নিব মহোদধি জলে।
বিসর্জ্জিব হনুমানে আপনার বলে॥
মোর আজ্ঞা পালিবেন্ত পবননন্দন।
এহি কর্ম্ম করিতে চাহি পাণ্ডুর নন্দন॥
কৃষ্ণের আদেশ শুনি বীর হনুমান্।
লেঙ্গুড়ে জড়িয়া ধরে তাহার রথখান॥
রথ ক্ষেপিবারে চাহে পবননন্দন।
কৃষ্ণার্জ্জুন বীরবর্ম্মাএ ধরে ততক্ষণ॥
দুই রণে ধরাধরি একত্রে মিলিল।
রাজাএ তবে হনুমানের হস্তেতে হানিল
তথাপি না ছাড়ে রথ বীর হনুমান্।
তিন জন সনে রণ অতি বলবান্॥
ক্রোধ হৈলে অতিশয় গোবিন্দ চক্রধর।
তাহার হৃদয়ে মারে চরণ প্রহার॥
সেই ঘাএ মূর্চ্ছিত রণ পরিহরি।
পড়িল নরপতি ভূমি আলিঙ্গন করি॥
তবে কৃষ্ণে অর্জ্জুনেত বোলন্ত।
দেখ দেখ অর্জ্জুন নৃপতি বলবন্ত॥
সর্ব্ব অস্ত্র সংহার জানএ নরপতি।
জিনিতে না পারি তাকে আহ্মার শকতি
সর্ব্বজন জিনিল দেখ বিদ্যমান।
আহ্মাকে সন্তোষ করিল বলবান্॥
কৃষ্ণের শুনিয়া এই মধুর বচন।
উত্তর দিলেক তারে পাণ্ডুর নন্দন॥
তোহ্মাকে যে করিল তুষ্ট সেই
পুণ্যজন॥
তুহ্মি যাকে তুষ্ট আহ্মি তাকে জিনিতে
না পারি কদাচন॥
তুহ্মি যাকে তুষ্ট হও সেই পায় জয়।
কার শক্তি আছে তাকে করিতে পরাজয়

এ সকল কথা শুনিয়া মোহ পরিহরি।
বীরবর্ম্মাএ বোলে অর্জ্জুন স্তুতি করি॥
কৃষ্ণের পরম বন্ধু পার্থ ধনুর্দ্ধর।
লীলাএ জিনিতে পারে যত চরাচর॥
এমত বুলিল তবে হইয়া সগৌরব।
তোহ্মারে অর্জ্জুন মুই হইব পরাভব॥
অস্ত্রাদি বা পাড়ে রাজা কৃষ্ণের চরণে।
অর্জ্জুনে আলিঙ্গিয়া বুলিল বচনে॥
অশ্ব দুই আনিয়া দিল তাহার বিদিত।
ধনরাজ্য সকল দান দিল সুচরিত॥
কৃষ্ণেত সব সমর্পিয়া নরপতি।
যত সৈন্য সঙ্গে চলে গোবিন্দ সংহতি॥
যত যত মহারথী চলে অশ্ব রাখিবার।
যম রাজা চলে তবে ঘরে আপনার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরবিজয়ী ছুটি খান মহাশয়॥
তাহার আদেশমাল্য মাথে আরোপিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা অমৃতলহরী।
পিবন্ত ভকতজনে কর্ণ * * ভরি॥

ইতি বীরবর্ম্মযুদ্ধ সমাপ্ত।

তথা হৈতে ঘোড়া লইয়া ক্ষিতিম ভ্রমন্ত।
মহানদীতীর যথা তথায় মিলন্ত॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা বৈতরণী তীর।
চন্দ্রহাসপুরে গিয়া মিলিল সর্ব্ববীর॥
সবিজিত নামে পুরী দেবের নির্ম্মাণ।
চন্দ্রহাস তথা রাজা অতি বলবান্॥
কৃষ্ণ আদি যত সৈন্য সঙ্গে গেল।
আচম্বিত দুই ঘোড়া অদর্শন হইল॥
কথা গেল অশ্ব কিবা নিল কোন জনে।
ত্রাহি মহাশব্দ তবে উঠিল তখনে॥
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চাহন্ত সর্ব্বজনে।
না দেখিয়া ঘোড়া বিস্ময় হইল মনে॥
চন্দ্রের যেমন কান্তি অতি মনোহর।
দেবঋষি নারদ আইল তৎপর॥
নারদ দেখিয়া সকলে প্রণমিল।
অর্জ্জুনে বহুল স্তুতি তাহাকে করিল॥
প্রসন্ন হউক মোকে তোহ্মার চরণে।
কেবা অশ্ব নিল তবে কহত কারণে॥
পার্থের বচন শুনি নারদে বুলিল।
চন্দ্রহাস নৃপতি ঘোটক তোহ্মা নিল॥
মহারথী হয়ে আর পরম বৈষ্ণব।
তার সঙ্গে যত রাজা হারিলেক সব॥
না পারিবা পরাজিতে শুন ধনঞ্জয়।
বৈষ্ণব আলয়ে জান নাহি কোন ভয়॥
নারদের কথা শুনি অর্জ্জুনে বুলিল।
চন্দ্রহাস সম রাজা কাহাকে বুলিব॥
কার পুত্র কি মত বীর্য্য কিবা ব্যবহার।
কহ শুনি মুনিবর বৃত্তান্ত তাহার॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
চন্দ্রহাস কথা শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
কৌণ্ডিন রাজার পুত্র এহি চন্দ্রহাস।
শিশুকালে হৈল তার বাপের বিনাশ॥
মাও তার অনুমৃতা হৈল মহাসতী।
রাজ্য কাড়ি নিল তার শত্রু সেনাপতি
অতিশিশু চন্দ্রহাস এখন রহে।
নিকালিল ধাইএ তানে শত্রুজন ভয়ে॥
কৌণ্ডিন রাজার দেশে এহি শিষ্য নিয়া।
সেই ধাই পালন করে তথাতে থাকিয়া

তিন বৎসর বয়স হৈল চন্দ্রহাস।
দৈবগতি হইল সেই ধাইর বিনাশ ॥
অতিশিশু চন্দ্রহাস পরম সুন্দর।
বেশ্যায় নিলেক তাকে পালিতে অনন্তর
যত্ন করিয়া বেশ্যা পালিল তাহাকে।
নানা রত্ন মণি তাকে দিল পরিপাকে ॥
হইল পঞ্চবর্ষ খেলে শিশুসঙ্গে।
যথাতথা চন্দ্রহাস খেলে মনোরঙ্গে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি তাত নৃপতি মন্ত্রিবর।
একদিন মুনি আইল তাহার গোচর ॥
কৌতুকে গেল তথা চাহিতে শিশুগণ।
সেহি চন্দ্রহাস মিলিল ততক্ষণ ॥
মুনিএ দেখিল চন্দ্রহাসের লক্ষণ।
মহাপুরুষের চিহ্ন দেখিল বিলক্ষণ ॥
কারণ বুঝাইল মুনির গৌরবে।
শিশু দেখিয়া তবে কহে মুনিসবে ॥
ভাগ্যবন্ত হইব শিশু কাহার তনয়।
বিলক্ষণ অঙ্গুলি দেখিল তার পাএ ॥
এহি রাজ্যের অধিকারী হইব এ শিশু।
যারে রাজা সব খাটি যেন ক্ষুদ্র পশু ॥
এ বুলিয়া যত মুনি করিল ভোজন।
মন্ত্রী সম্মানিয়া তবে চলিল তখন ॥
মন্ত্রীএ চণ্ডাল যত আনিল নিকটে।
বিরলে কহেন কথা আহ্মা হইব সঙ্কটে ॥
যদি মোর হিত চাহ শুনরে চণ্ডাল।
নিশাবাস রাত্রিত চল লইয়া ছায়াল ॥
আর যেন কোন জনে না পাএ উদ্দেশ।
এহি শিশু লইয়া কর অরণ্যে প্রবেশ ॥
মহারণ্যেত নিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহারে
তবে সে আসিয় এথা মোকে জানাইবারে
বহুল সম্মান দিব চলহ সত্বর।
এ বুলিয়া তাহাক পাঠাইল মন্ত্রিবর ॥
রাজার আদেশ পাইয়া চণ্ডাল অতিশয়।
একাকী অরণ্যে তাকে নিলেক নিশ্চয় ॥
দৈবগতি একবৃক্ষ তলে বহুতর।
শালগ্রাম শিলা তথা আছয়ে বিস্তর ॥
ক্ষুধায় পীড়িত শিশু না করে বিচার।
লাড়ু বলি গোটা কত করিল আহার ॥
চক্ররূপী নারায়ণ গেলেক উদরে।
তেকারণে সেই শিশু নারায়ণ স্মরে ॥
কৃষ্ণবিষ্ণু নারায়ণ গোবিন্দ মাধব।
নরসিংহ নারায়ণ বামন যাদব ॥
হরিনাম স্মরণ প্রভাব কারণ।
কর্কশ হইল তবে চণ্ডালের মন ॥
জন্মান্তরে কর্ম্ম করিল আহ্মি সবে।
এই কারণে জন্মিল চণ্ডালসম্ভবে ॥
দুগ্ধের বালক দেখ স্মরএ নারায়ণ।
ইহাকে মারিয়া নরকে জাইব কোন জন
এ বুলিয়া চণ্ডালে শিশু এড়ি দিল।
অর্দ্ধেক অঙ্গুলি এক কাটিয়া লইল ॥
সেই অঙ্গুলি দেখাইয়া ভাড়িল মন্ত্রিক।
অরণ্যেত মন্ত্রি সবে স্মরন্ত হরিক ॥
বৃক্ষতলে বসিয়া গোবিন্দ ভাবন্ত।
হেনকালে কুলিন্দ সেনাপতি বলবন্ত ॥
সেই ধৃষ্টবুদ্ধির প্রধান সেনাপতি।
কুণ্ডিননগরে তাহান বসতি ॥
সেই বনে গেল তবে মৃগয়া করিতে।
বনমধ্যে দেখি শিশু অতি সুচরিতে ॥
এক সুন্দর শিশু দেখে অরণ্যের মাঝ।
কৃষ্ণনাম স্মরে শিশু আর নাহি কাজ ॥

সেনাপতি কুনিন্দে নেয়ন্ত সেই শিশু।
সানন্দে আইল ঘরে এড়ি মৃগপশু॥
কুনিন্দের পুত্র না হইল বৃদ্ধকাল।
যত্ন করি রাখে সেই শিশু চিরকাল॥
পরম বৈষ্ণব চন্দ্রহাস পুণ্যবন্ত।
একাদশী উপবাস বিষ্ণুকে সেবন্ত॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে পারগত হইল বলবন্ত।

* * * * *

তা সমাইর মণি রত্ন অশ্বগজধন।
সকল আনিল বীর আপনা ভুবন॥
আপনার প্রভু ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিবর।
কুনিন্দে পাঠাইয়া দিল তাহার গোচর॥
এহি সব কথা শুনি মন্ত্রিবর।
একরথে চড়িয়া আইল কুণ্ডিননগর॥

* * * * *

সপুটে কুনিন্দে নমস্কার করে॥
চন্দ্রহাস দেখি মন্ত্রী পূর্ব্বকথা স্মরিল।
সেই শিশু হেন কিবা মনেতে মানিল॥
আহ্মাকে চণ্ডাল সবে করিল ভণ্ডন।
কিমতে করিব মুই তাহার নিধন॥
রাজার নাহিক পুত্র কন্যা যে জন্মিল।
সেই কন্যা বিবাহ দিতে মনেতে ভাবিল
এহি চন্দ্রহাস বীর এথাক থাকে যবে।
মোর পুত্রে রাজ্যভোগ না করিব তবে॥
বলবন্ত চন্দ্রহাস মারিতে না পারি।
প্রকার করিয়া তাহাকে মারি॥
তবে মন্ত্রী মনে মনে মন্ত্রণা করি সার।
পুত্রের ঠাই পত্র লেখে আপনার॥
মদনসংজ্ঞক ধৃষ্টবুদ্ধির নন্দন।
তার ঠাই লিখিলেক যত বিবরণ॥

যদি তুহ্মি চাহ পুত্র আপনার হিত।
তবে চন্দ্রহাস না রাখ সন্নিহিত॥
অনেক যত্ন করি পুত্র তাহাক মারহ।
একদণ্ড পুত্র তুহ্মি বিলম্ব না করহ॥
এহি পত্র লিখিয়া করিলা মন্ত্রণা।
চন্দ্রহাসে ডাকি নিয়া করিল বাসনা॥
পত্র লইয়া চন্দ্রহাস মোর পুরে জাও।
মদনেরে গিয়া অস্ত্র শিখাও॥
তাহান বচন মাথে করি চন্দ্রহাস।
ত্বরিত গমনে গেলা মদনের পাশ॥
সেইদিন মিলিয়াছে দৈবে মহোৎসব।
নদীতীরে মিলিয়াছে যত রাজ সব॥
সকল লক্ষণ হএ দেখি যত বীর।
সাক্ষাত মদন যেন দেখএ শরীর॥
কি কহিতে পারি তারে মনোহর বীর।
প্রথম বয়স বীর অতি সুস্থির॥
প্রথম বয়স শিশু সুচারু নয়ন।
চন্দ্রহাস দেখি তবে মজিলেক মন॥
মাও ভাই গোচরেত করে নিবেদন।
এহি দিব্য পুরুষে হইয়াছে মিলন॥
মনে মনে আহ্মি তাকে পতি বরিল।

* * * * *

এহিক্ষণে মোকে যদি না দেয়সি বিহা।
নারীবধ দিমু তবে প্রাণ বিসর্জ্জিয়া॥
বিষ্ণুভক্তজনের অপাত্র নাহি কোন স্থানে
তেকারণে মিলিল এমত অনুষ্ঠানে॥
চন্দ্রহাস ডাকিয়া মদনে জিজ্ঞাসিল।
বাপে পাঠাইল পত্র সকল পঠাইল॥
গোবিন্দপ্রসাদে পত্র হইল বিপরীত।
বিষয়ারে বিবাহ দেয় এমত লিখিত॥

ভগিনীর বিবাহ বাপের নিদেশ।
এহি কার্য্যে বিলম্ব না করিবা বিশেষ॥
সেইক্ষণে চন্দ্রহাসে করিলেক বিয়া।
জার জে ঘরেতে গেলা উৎসব করিয়া॥
হেনকালে মন্ত্রী ঘরে আইল আপনার।
রাজার গোচরে গেলা মদনকুমার॥
বিষয়ার বিবাহ শুনি বিবরণ।
পাত্রের মনেতে হইল বিস্ময় তখন॥
এককার্য্যে পাঠাইল কার্য্য হইল আন।
বিধির নির্ব্বন্ধ জান আছে বলবান্॥
তবে মন্ত্রিএ মন্ত্রণা করিল অবিচার।
নিভৃতে আনিল যত সেবক আপনার॥
অনেক বিনতি করি তাহাকে বুলিল।
কালিকা চণ্ডীর পূজা মনে আরোপিল॥
আজ নিশাভাগ রাত্রিত জাএ সেই জন।
অবিচারে তাকে তুহ্মি করিবা নিধন॥
এহি রূপে যত সৈন্য তথা ত পাঠাইয়া।
চন্দ্রহাস রাজারে আনে ডাক দিয়॥
আপনার আসনে বসাইয়া মন্ত্রিবর।
মুই বড় ভাগ্যবন্ত তুহ্মি জামাতর॥
বড় উপকার তুহ্মি করিলাক মোর।
জে কারণে কন্যা বিয়া স্থানে দিল তোর
এক কর্ম্ম কর আজি দেবতার পুরী।
আসিবা একাকী হইয়া ভবানী নমস্কারি
মন্ত্রীর বচন শুনি আনন্দ হৃদয়।
চন্দ্রহাস চলিলেক চণ্ডীর আলয়॥
হেন কালে কৌণ্ডিন বৃদ্ধ নরপতি।
গালব মুনির সঙ্গে করিল যুকতি॥
আপনার নিধন নিকটে দেখিয়া।
অরণ্যে চলিলা জে নগর ছাড়িয়া॥

মন্ত্রিপুত্র মদনেরে করিল আদেশ।
পুরি হৈতে আইস যাইয়া হইয়া সুবেশ।
চণ্ডীরে প্রণাম করি আইস সত্বরে।
অবিলম্বে আইস গিয়া মোহার গোচরে॥
কন্যা সমে রাজ্য তোহ্মা হাতে সমর্পিয়া
এইক্ষণে চলিব আহ্মি অরণ্য জঙ্গলিয়া॥
রাজার বচন শুনি হরিষ বিশাল।
সত্বরে মদন আইল সেই কাল॥
চন্দ্রহাস সনে পথ হইল দরশন।
কথা যাও তাকে এমত বুলিল বচন॥
চন্দ্রহাসে বলিল চণ্ডিকা প্রণমিতে।
মহামন্ত্রী শ্বশুরের আদেশ পালিতে॥
মদনে বলিল তুহ্মি জাও ত এখনে।
এহি হস্তী চড়িয়া জাও আপন ভুবনে॥
মুই জাই প্রণাম করিতে চণ্ডীক।
দ্বারে যাও চন্দ্রহাস কার্য্য আছে ধিক॥
এবুলিয়া মদন গেল চণ্ডিকা ভুবন।
অন্ধকারে দস্যু তাহা কাটিল তক্ষণ॥
প্রভুর বিপক্ষ করি কাটিল তখনে॥
মন্ত্রিস্থানে কহিহ গিয়া সযতনে॥
আনন্দিত হৈল মন্ত্রী প্রসন্ন বদন।
পুত্রের বিবাহ দেন শুনিয়া বচন॥
আজি রাজা হইব মদন কুমার।
করন্তি মন্ত্রী তবে আনন্দ অপার॥
এথা চন্দ্রহাস আরোহিয়া গজ।
শরীর শোভএ অলঙ্কার সজ্জ॥
রাজাএ দেখিয়া হইল আনন্দ বিশাল।
কন্যাসমে রাজ্যদান করিল তৎকাল॥
বনে গেল নরপতি এড়িতে শরীর।
চন্দ্রহাস হৈল রাজা আনন্দ গভীর॥

চম্পকমালিনী নাম রাজার নন্দিনী।
নানাবেশে শোভা করে রূপে সুবদনী॥
রাজকন্যা বিহা করি পাইল সিংহাসন।
শ্বশুর প্রণমিতে তাক হইলেক মন॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার প্রথম শ্বশুর।
তার ঘরে গেল রাজা আনন্দ প্রচুর॥
মন্ত্রিএ শুনিল রাজকন্যা বিভা কৈল।
মাথাত ধরিল ছত্র নবদণ্ড দিল॥
চন্দ্রহাস আইল তার পুরী অনুসরি।
তার সঙ্গে আইসে দেখ রাজার কুমারী
ধৃষ্টবুদ্ধি বোলে মিথ্যা কহ বিবরণ।
আইসএ মদন বীর মোহার নন্দন॥
হেন কালে চন্দ্রহাস পুরী প্রবেশিলা।
চম্পকমালিনী সঙ্গে প্রণাম করিলা॥
চন্দ্রহাস দেখি মন্ত্রী ভাবে মনে মনে।
মদন কাটা গেল হেন জানিলেক তবে॥
কাহাক কহিব কথা দুঃখ বিবরণ।
একেশ্বর মন্ত্রী গেল চণ্ডীর ভবন॥
চন্দ্রহাস তথা হনে প্রথম মহামতি।
বিষয়ার সঙ্গে করে নিজপুরে গতি॥
পুরি ত প্রবেশ কৈল দুই নারী সঙ্গে।
পরম সানন্দে কেলি করে মনোরঙ্গে॥
তথাত মন্ত্রী একেশ্বর নিশা রাত্রিত।
চণ্ডীর মণ্ডপে গিয়া হইল উপস্থিত॥
কাটা গেল নিজপুত্র মদন দেখিয়া।
পুত্রশোকে বহুবিধ বিলাপ করিয়া॥
পুণ্যজন প্রতি অপরাধ হএ নিষ্কারণ।
মন্দ করি যারে মতি হএ সেই জন॥
সেই মন্দ ভাল তাকে করে আপনার।
এহিত ভাবিল ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিবর॥

পুত্রশোক আপনার মনে ত ইচ্ছিল।
আপনার মুণ্ড আপনি ছিণ্ডিল॥
প্রভাতে চণ্ডিকাস্নান করাইবার তরে।
ব্রাহ্মণ সকল আইল জল লইয়া করে॥
পুত্র সমে মন্ত্রিবর ছিন্ন আলোকিয়া।
ত্বরমাণে রাজদ্বারে কহিলেক গিয়া॥
কেবা করিল এমন তাহা কেনা জানি।
পুত্র মন্ত্রিবর মুণ্ড ততক্ষণে আনি॥
ছিন্ন দুইজন দেখিল মন্ত্রিক।
মরিয়া আছয়ে মন্ত্রী লোকপালক॥
জিজ্ঞাসা করএ রাজা আসিয়া আপনে।
এবোলে বুলিল তারে স্নাতক ব্রাহ্মণে॥
তক্ষণে ত চন্দ্রহাস মণ্ডপে আইল।
কেবা করিল হেন তাকে বা জানিল॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু স্মরে রাজা পরম বৈষ্ণব।
চণ্ডীর চরণে পড়ি করে বহুস্তব॥
অগ্নি স্থাপিয়া আহুতি দেয়ন্ত।
আপনার মাংস কাটি অগ্নিতে ক্ষেপন্ত॥
তথাপিহ চণ্ডিকা প্রত্যক্ষ না হইল।
তবে নিজ মুণ্ড বলি দিতে লাগিল॥
অস্ত্র লইয়া আরম্ভিল মস্তক ছেদিবার।
হেনকালে দেবী হইল সাক্ষাত তাহার॥
না কর না কর তুহ্মি আপনা সংহার।
প্রসন্ন হইল আহ্মি বর মাগ সার॥
জেই বর মাগ তুহ্মি দিব মনোহিত।
তুহ্মি হেন সাধু নাহি পৃথিবীত॥
ভবানীর কথা শুনিয়া আনন্দিত চিত্ত।
বর মাগ নরপতি মনের বাঞ্ছিত॥
জন্মে জন্মে বিষ্ণুপদে রহোক ভকতি।
একবর এহি দেয় দেবি ভগবতি॥

পুত্রসমে জীউক এহি মন্ত্রিবর।
রহোক এহি কীর্ত্তি সংসার ভিতর॥
চন্দ্রহাসে এমন বর মাগিলেক যবে।
এহি দুই বর দেবী দিলেকন্ত তবে॥
চণ্ডী বোলে তোকে দিল এহি বর।
পুত্র সব হইব তোহ্মার সোসর॥
এ বুলিয়া অন্তর্ধান হইল ভগবতী।
চন্দ্রহাস চলি গেল আপন বসতি॥
কুনিন্দক আনাইল অশেষ প্রকারে।
আছিলেক চন্দ্রহাস বিশেষ প্রকারে॥
বিষয়ার গর্ভে পুত্র হইল অনুপাম।
চম্পকমালিনীর ঘরে পুত্র হইল অভিরাম
চম্পকমালিনী তবে পুত্র প্রসবিল।
পদ্মাক্ষ নাম তার পতি থুইল॥
এহিমত পুণ্যবন্ত রাজা চন্দ্রহাস।
নৃপতি সকল থাকে দ্বারে তার দাস॥
দুই পুত্র বৈষ্ণব তার মহাধনুর্দ্ধর।
জিনিতে না পারিবা তাকে পার্থমহাবল
সেই সে হরিল ঘোড়া শুন ধনঞ্জয়।
সঙ্কট পড়িল হেন মোর মনে লয়॥
এহি তার অরণ্য দেখহ যত দূর।
যত তার প্রজা বনের অধিকার॥
কিকর্ম্ম করিবা মনে চিন্ত আপনার।
আহ্মাকে নিদেশ হউক জাইবার॥
এ বুলিয়া নারদ গেল আপনার স্থানে।
চন্দ্রহাসপুরে পার্থ করিল পয়ানে॥
ঘোড়া উদ্ধারিতে বূাহ কৈল নিজসৈন্য।
আপনে অর্জ্জুন হইল সকলের অগ্রগণ্য
তার পাছে জায় গুপ্ত রথ আরোহিয়া।
বক্রবাহ্য বৃষকেতু সব পাছে দিয়া॥

মধ্যেতে ময়ূরধ্বজ রাজা বলবান্॥
* * * * * ধ্বজ সংহতি তাহান॥
অনিরুদ্ধ সঙ্গে বীর রুক্মিণীনন্দন।
যত মহারথী বীর করিল গমন॥
যৌবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ সাত্যকি।
বাম পার্শ্বে রক্ষা করএ এহি * * *॥
স্থানে স্থানে যত সব বীর নিয়োজিয়া।
হাতেতে গাণ্ডীব ধনু ধনঞ্জয় লইয়া॥
গাএ ত কবচ দিল কিরীট কুণ্ডল।
চন্দ্রহাসপুরে জাএ পার্থ মহাবল॥
তথা চন্দ্রহাস দুই * * * ঘরে।
পঠিলেক চন্দ্রহাস অক্ষরে অক্ষরে॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিবার।
এড়িলেক এহি ঘোড়া ক্ষিতিভ্রমিবার॥
যজ্ঞ বাধা হইলে হএ * * অপার।
একমাত্র আছে আর যজ্ঞের দ্বার॥
এক পক্ষ আছে আর যজ্ঞের সময়।
পাছে পাঠাই দিব সেই দেশেত যে হয়॥
আগে বাহুবল আমি পার্থে দেখাইব।
তবে পার্থ বীর সমরে পরাজিব॥
রণ করিয়া ঘোড়া রাখ তুহ্মি সব।
একরথে জাহব পাছে করিব পরাভব॥
এ বুলিয়া চন্দ্রহাস সমরে মিলিল।
যত সৈন্য সঙ্গে করি তখনে চলিল॥
হেনকালে পার্থবীর মিলিল তথা।
নারদে কহিয়া আছে এহিসব কথা॥
কৃষ্ণে চিন্তিল মনে করিব কি কর্ম্ম।
দুইজন বান্ধব দুই একধর্ম্ম॥
কাহারে জিনাইব আহ্মি হারাইব কারে
রচিব উপায় দুই তন্ত্ব রাখিবারে॥

এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ সার করে মতি।
অর্জ্জুনের রথে গিয়া হইল সারথি॥
মানুষ্য মূর্ত্তি ছাড়িয়া নারায়ণ।
আপনার নিজমূর্ত্তি ধরিল তখন॥
কমললোচন মেঘ শ্যাম কলেবর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি কর॥
দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
দেখিলেক চন্দ্রহাস নয়নগোচর॥
ধনুঃশর হাতের ত্যজিয়া নরপতি।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করিল প্রণতি॥
বহুস্তুতি করিলেক রাজা চন্দ্রহাস।
বহুকাল হৈতে গোঁসাই মুই তোর দাস
কোন কালে নহি দেখো তোহ্মার চরণ
আজি সে সফল হইল আহ্মার যৌবন॥
রাজ্যধন দারা সমর্পিনু তোক।
অনুগ্রহ করিয়া মাগি মুক্তি দেহ মোক॥
চন্দ্রহাস বচন শুনিয়া গদাধর।
করে ধরে আলিঙ্গিল তার কলেবর॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন শুন আমার বচন।
মোর দাস চন্দ্রহাস দেয় আলিঙ্গন॥
অর্জ্জুন বলে আহ্মি আসিছি রণ করিবারে
আলিঙ্গন দিতে বল কোন ব্যবহারে॥
কৃষ্ণে বোলে আহ্মার প্রধান সেবক।
অনুদিন এহি রাজা আহ্মার আন * *
ভাল মন্দ বিচার না করি ধনঞ্জয়।
আলিঙ্গন দেয় তাকে প্রেম অতিশয়॥
শুন চন্দ্রহাস এই পাণ্ডুর নন্দন।
আহ্মার পরম বন্ধু জানে সর্ব্বজন॥
কলেবর ভিন্ন মাত্র তার মোর মাজ।
পরম বান্ধব হেন জানে সর্ব্বরাজ॥

আলিঙ্গন দেয় তাকে প্রীতিহেতু মোক।
আহ্মি সম বন্ধুজন ধনঞ্জয় তোক॥
কৃষ্ণের বচনে দুই বীর মহাবল।
কোলাকুলি করিলেক নামিল ভূতল॥
বিরোধে আইল দুই প্রীতি বড় হইল।
দুই ঘোড়া আনিয়াত চন্দ্রহাস দিল॥
চন্দ্রহাস বলে গোসাঞি করো নিবেদন।
শিশুকাল অবধি সেবো তোহ্মার চরণ॥
তেকারণে হইল বড় পুণ্যের উদয়।
দেখিনু চরণ তোমার কৃষ্ণ মহাশয়॥
* * হরি তোমার সঙ্গ না ছাড়িব।
যথা যাও প্রভু তোহ্মার সঙ্গে জাইব॥
অনুমতি দিল কৃষ্ণ চল মোর সঙ্গে।
পার্থের যজ্ঞের অশ্ব পাল নিজ রঙ্গে॥
চলিলেন চন্দ্রহাস * * * *।
পার্থে নিবেদিল গিয়া গোবিন্দ গোচর॥
নিজ রাজ্য তোহ্মাকে দিল চন্দ্রহাস।
স্ত্রীপুত্র দিল তোকে করিয়া জে দাস॥
আহ্মার বচন শুন দেব দামোদর।
বিষয়ার পুত্রেরে দেহ সকল নগর॥
পার্থের বচন শুনি আনন্দ অতিরেক।
বিষয়ার সুতে বর করিলে অভিষেক॥
রাজা হইল তবে পুত্র গুণনিধি।
পুত্র তার যুবরাজ হইল যথাবিধি॥
সে দুই কুমার তথা আরোপণ করি।
চলিল পার্থের ঘোড়া পথ অনুসরি॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরবিজয়ী ছুটিখান মহাশয়॥
তাহান আদেশমাল্য মাথে আরোপিয়া।
শ্রীকরণ নন্দীএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥

অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥

ইতি চন্দ্রহাসকথা।

মহামহা বীর যত আর যোধগণ।
সকলে মিলিয়া করে অশ্বের রক্ষণ ॥
যতেক বাহিনী তার আদি নাহি অন্ত।
ঘোড়া ধরিব হেন কে আছে মতিমন্ত ॥
যত রাজ্য প্রকটিয়া ঘোড়া চলিল।
সকল আসিয়া রাজা অর্জ্জুন বন্দিল ॥
তবে তার ঘোড়া গেল সর্ব্বরাজ্য তরি।
কুতূহলে যায় অশ্ব পথ অনুসরি ॥
সেই দিগে যত রাজ্য সকল বিচারিল।
মহানদী তীরে গিয়া সে অশ্ব মিলিল ॥
জলপান হেতু গেল সমুদ্রের তীর।
তল হইল ঘোড়া দেখে সর্ব্ববীর ॥
কি হইল কি হইল কোথা গেল হয়।
পরম বিস্মিত হইল বীর ধনঞ্জয় ॥
বিমর্ষিয়া কৃষ্ণ তাকে বুলিল উত্তর।
বিস্মিত না হইয় পার্থ শুন ধনুর্দ্ধর ॥
আহ্মি আর হংসধ্বজ রাজা মহাশয়।
বক্রবাহা আর তুহ্মি ধনঞ্জয় ॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ এহি পঞ্চজন।
সর্ব্বগামী বিখ্যাত ত্রিভুবন ॥
এহি পঞ্চজন সমুদ্রে প্রবেশিল।
যথা গিয়া আছে অশ্ব তথা উত্তরিল ॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আর যত বীরগণ।
এথা করিবেক নিজ সৈন্যের রক্ষণ ॥
এহি সমরায় করি দেব দামোদর।
স্বরমাণে প্রবেশিল সমুদ্রের জল ॥
কত দূর সমুদ্রের মধ্যে দেখিলেন্ত।
তপস্যা করএ এক মতিমন্ত ॥
সমাধি হইয়া আছে যোগে দিয়া চিত্ত।
তাহান নিকট পঞ্চ জন উপস্থিত ॥
বকদাল্ভ্য মুনি জানিয়া তখন।
পঞ্চ জন মিলিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥
হইল সমাধি ভঙ্গ মহামুনিবর।
দেবকীনন্দন দেখে নয়ন গোচর ॥
বড় ভাগ্যমন্ত মুঞি বলিল বচন।
এতকাল করিএ পূজা কাহার কারণ ॥
জে দেবের সত্য গতি ব্রহ্মা উপজিল।
যাহাকে যোগ শয়নে আলোকিল ॥
পার্থে জিজ্ঞাসিল তাক কি কর্ম্ম করিল।
কোন্ হেতু সমুদ্রেতে সংসার স্থজিল ॥
সকল কহিল কৃষ্ণের চরিত্র।
হেনকালে দুই ঘোড়া আইল বিদিত ॥
মরিলেক এহি হয় জল পরশন।
কি কর্ম্ম করিব এবে বোলহ বচন ॥
কৃষ্ণে বোলে মুনি আইস মোর সহচর।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজার গোচর ॥
তান যজ্ঞে অধিষ্ঠান মোর মনোহিত।
সাঙ্গ হএ কর্ম্ম যথা বেদবিৎ ॥
কৃষ্ণের বচনে মুনি হাসিয়া বোলন্ত।
তার যজ্ঞে সঙ্গ হেতু হয়ে সাঙ্গবন্ত ॥
তুহ্মি যথা অধিষ্ঠান মূর্ত্তিএ অনন্ত।
তুহ্মি যথা থাকএ সেই পুণ্যবন্ত ॥
তথাপি তোহ্মার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য * *।
তবেত চলিব অহ্মি আজ্ঞার কারণে ॥
এতেক বুলিয়া তবে বক মুনিবর।
কৃষ্ণের সংহতি চলে তেজিয়া সাগর ॥

ঘোড়া লইয়া চলিল পঞ্চ বীর।
আনন্দে মিলিলা গিয়া মহানদীতীর ॥
তথা থাকিয়া ঘোড়া আইল আর বার।
তার সঙ্গে চলিল যত সৈন্য পরিবার ॥
জাইতে জাইতে তবে ভ্রমে নানা দেশ।
সিন্ধুর রাজ্যেত ঘোড়া করিল প্রবেশ ॥
তথা নৃপতির পুত্র অতি মহারথী।
প্রজাক পালন করে গুণে মহামতি ॥
দুর্য্যোধন রাজার ভগিনীর উদর।
ধৃতরাষ্ট্র সুতা বড় রূপের অপার ॥
তার গর্ভে জনমিল জয়দ্রথ।
রূপে সমান বীর বড় অদ্‌ভুত ॥
শুনিল পার্থ আসিয়াছে ঘোড়া রাখিবার
বাহির নগরে আইল লয়্যা সৈন্য পরিবার
কুরুক্ষেত্র মধ্যে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কারণ।
অর্জ্জুনে করিল জয়দ্রথের নিধন ॥
মল্লযুদ্ধ করিল তাহান সংহতি।
ভাগিনেয় জ্ঞানে হইল সকরুণ মতি ॥
তাহি ঠেকে যুদ্ধ করে তবে অতিশয়।
সমরে প্রবেশ করে তবে বীর ধনঞ্জয় ॥
সর্ব্বসৈন্য সংহারে নিমেষ সমরে।
সারথির মাথা কাটি পাঠয়ে যম-ঘরে ॥
রথধ্বজ পতাকা করিল খণ্ড খণ্ড।
গুণসমে কাটি পাড়ে হাতের কোদণ্ড ॥
গাত্রর কবচ কাটি ভূমিতে পারিল।
মস্তক কাটিতে অর্দ্ধচন্দ্র সন্ধান করিল ॥
হেন কালে দুঃখ না আইল গোচর।
বলবন্ত মহাবীর শুনহ উত্তর ॥
সকল মারিলা মোর মারিলা সহোদর।
সবে আছে এক পুত্র তাকে রক্ষা কর ॥
দুঃখনার বাক্য শুনিয়া আনন্দ হৃদয়।
ক্ষেমিলু ক্ষেমিলু করি বোলে ধনঞ্জয় ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির যজ্ঞে মিলিবা গিয়া।
এ বুলিয়া সর্ব্ববল লইল উদ্ধারিয়া ॥

ইতি সিন্ধুযুদ্ধ সমাপ্ত।

অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

তথা হৈতে চলে তবে অশ্ব পালিবার।
কতদুর ভ্রমিয়া গেল অরণ্য মাঝার ॥
আপন ইচ্ছায় ঘোড়া বনে বিচরন্ত।
তবে গিয়া কৃষ্ণে দুই তুরগ ধরন্ত ॥
বলিলেন শুন পার্থ আমার বচন।
কত দিন আছে আর মাসের পূরণ।
উপস্থিত হইল আসি যজ্ঞের সময়।
মৌনব্রতে আসিয়াছে রাজা মহাশয় ॥
আজি করিব যজ্ঞ পূর্ণ কারণ।
পূর্ণকাম হউক আজি পাণ্ডুর নন্দন ॥
সর্ব্বরাজচক্র আসিয়াছে দেখে যুধিষ্ঠির।
চলহ হস্তিনাপুরে পার্থ মহাবীর।
সর্ব্বসৈন্য সজ্জ করহ কুতূহলে।
পাছে আইস নিজদেশে পার্থ মহাবলে ॥
প্রজা সকল লইল আনন্দ বহুল।
পিছে আইসে ধনঞ্জয় মহারথীকুল ॥
অর্জ্জুনেরে এমত বুলিলা দামোদর।
তবে চলিলা সব ধর্ম্মের গোচর ॥
গঙ্গাতীরে নারায়ণ ক্ষত্রপুরে স্থান।
যজ্ঞের মণ্ডপ শোভে অতি দিব্যমান ॥
মুনিগণে বেষ্টিত আছয়ে নরপতি।
মৃগচর্ম্ম পরিধান ব্রহ্মচর্য্য গতি ॥

দ্রুপদ নন্দিনী আছে বামপার্শ্বে তান।
অসিপত্র বৃত্ত করে রাজা বলবান্॥
দেবকী গান্ধারী কুন্তী যশোদা প্রভৃতি।
রাজার নিকটে যত পতিব্রতা সতী॥
ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ সঞ্জয় আদি করি।
সকল বসিয়া আছে মহাসভা করি॥
ভীমসেন আদি নকুল সহদেব।
ভাই সব স্তুতি করে নৃপতির সেব॥
হেন কালে গেলা কৃষ্ণ নৃপতি গোচর।
প্রেম ভাবে অতিভক্তি করিলা বিস্তর॥
রাজাএ কৃষ্ণেরে ধরি কৈলা আলিঙ্গন।
নৃপতি ত কহে হরি যত বিবরণ॥
যুগলে আইলা দেশে বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী চড়িয়া আইল বৎসেক হয়॥
নীলধ্বজ রাজা আইল তাহান সহচর।
জিনিলেক পার্থ তাকে করিয়া সমর॥
হংসধ্বজ নৃপতির পুত্র বলবান্।
সুধন্বার সঙ্গে * * আছিল তাহান॥
তবে তা সংহারিল পার্থ মহাবল।
তাহার সমান বীর নাহি ক্ষিতিতল॥
তবে সরথে যুদ্ধে করিল অতিশয়।
তাহাকে সংহার কৈল বীর ধনঞ্জয়।
দুইজন পুত্র যদি পড়িলেক রণে।
হংসধ্বজ রাজা তবে আইল আপনে॥
মণিপুরে গেল পার্থ তুরুগ সহিত।
বাপেপুত্রে করিলেক যুদ্ধ কহিল নিশ্চিত
বক্রবাহা বীর আর ধনঞ্জয়।
রত্নপুরে মিলেলেক তাহার যে হয়॥
ময়ূরধ্বজের আদেশে আছিল বিরোধ।
রণ করে তার পুত্র তাম্রধ্বজ যোধ॥
তথা থাকি পার্থবীর ঘোড়া উদ্ধারিল।
নৃপতি ময়ূরধ্বজ সহিতে চলিল॥
চন্দ্রহাস নৃপতি আপনে মেলিল।
তবে বীর ব্রহ্মা সনে রণ ছিল॥
ধনরত্ন পাইল পার্থ মহামত্ত।
সমুদ্রের মধ্যে বক মহাভক্ত॥
তপোবন্ত চারি বেদ পারগ মুনিবর।
তাহাক আনেন সঙ্গে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
এ সকল জিনিল আহ্মার বিদিত।
সকল আসিয়া আছে পার্থের সহিত॥
যত রাজা সব পরিবৃত সঙ্গে।
আপনাদেশে পার্থ চলে মনোরঙ্গে॥
সকল কুশল আহ্মি আইল ঘরে।
আহ্মি সম দেখিবা সবে রাজা যুধিষ্ঠিরে।
আইস ভীমসেন মোকে দেয় আলিঙ্গন।
এবোল বুলিলা যদি দৈবকীনন্দন॥
প্রসেন আদি করি আছিল যত জন।
সকলে বন্দিল গিয়া কৃষ্ণের চরণ॥
দ্রৌপদী প্রণমিল অনেক স্তুতি করি।
প্রণমিল আসিয়া সুভদ্রা আগুসরি॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী * * সম্ভাষণ।
তা সভারে সম্ভাষা করিল নারায়ণ॥
সকল সম্ভাষা করে বীর ধনঞ্জয়।
নৃপতি সকল তবে কৈল পরিচয়॥
তবে অর্জ্জুন চিন্তিয়া মনে মনে।
ধৃতরাষ্ট্রে বন্দিলেন জনে জনে॥
যত বীর ছিল ধৃতরাষ্ট্রে প্রণমিল।
যার মনে যত ছিল রাজাকে স্তুতি কৈল
রাজ্য দেখিয়া প্রসংশা করিলা সর্ব্বজন।
ধন্য রাজা যুধিষ্ঠির বলিলা জনে জন॥

একে একে যুধিষ্ঠির চরণ বন্দিল।
রাজচক্র লইয়া যুধিষ্ঠিরএ রাজইল ॥
রাজাকে প্রণাম করি যত রাজ্যখণ্ড।
যুধিষ্ঠির নরপতি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
তবে চারি ক্ষিতে ডাকন্ত উচ্চস্বরে।
যজ্ঞহেতু গঙ্গাজল আনিবার তরে ॥
চতুঃষষ্টি দম্পতী চলহ ঘট লইয়া।
নৃত্যগীত কুতূহলে জল আন গিয়া ॥
জলঘট বহিবার এ কোন * * *।
জলে মুনিপত্নী করএ প্রকট ॥
চতুঃষষ্টি দম্পতী জল আনিলেন।
দ্রৌপদী সহিতে স্নান করিলেন ॥
ব্যাস আর বকদাল্ভ্য পঠএ বেদমন্ত্র।
আর সব মুনি পঠে আগমের তন্ত্র ॥
মুখ * * তুরগ চাহে সব দিক্।
কোন জনে অশ্বকে বলিবেক কি ॥
নকুলে বলিল ঘোড়াএ বলিল বাক্।
নরপতি বোলে মুই স্বর্গে জাইবাক্ ॥
স্বর্গপতি নাহি মোর ইছোম মুকতি।
কৃষ্ণের চরণেত হইবেক গতি ॥
অশ্বের ইঙ্গিত যত নকুলে কহিল।
সুবর্ণের দিব্যপাত্র সম্মুখেতে দিল ॥
খড়্গা লইয়া ভীম তবে হইল সাবধান।
তবে পবিত্র হয়ে ঘোটকের স্থান ॥
তবে ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র স্মরিল।
ঘোটকের অঙ্গে তবে রুধির মুছিল ॥
নাহিক শোণিত বিন্দু দেখিয়া তাহার।
সাধু প্রশংসিল যত মুনিবর ॥
তবে পুরোহিত বোলে শুন বৃকোদর।
* * করিব ঘোড়া যজ্ঞের অন্তর ॥

তবে ভীম খড়্গা লইয়া অশ্ব ছেদিল।
তুরগের মুণ্ডগোটা আকাশে উঠিল ॥
কবন্ধে থাকিয়া তবে তেজ নিঃসরিল।
সেই তেজ কৃষ্ণের * * পাত্রে দিল ॥
মুক্তার শকট উৎসর্গিয়া ত্বরমাণ।
এক এক বিপ্রেরে দিল চারিদান ॥
অশেষ প্রকারে দান করিল অপার।
প্রশংসয়ে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ॥
এক বিপ্রে আসি ছিল করিয়া বিবাদ।
সেই হেতু কৃষ্ণসঙ্গে আছিল সম্বাদ ॥
সম্মত করিয়া কৃষ্ণে বিপ্র পাঠাইল।
কলিযুগ হইব হেন পাপ শুনাইল ॥
শ্রীচরণ বন্দিয়া অশ্বমেধ সমর্পিয়া।
শেষ কহি কবীন্দ্রকৃত সব বিরচিয়া ॥
অশ্বমেধ শেষ আছিল যে কথন।
কবীন্দ্র রচিত গাথা লিখিত কারণ ॥
হেনমতে অশ্বমেধ হইল সমাপ্তি।
জয়মুনি যেমন রচিল ভারথি ॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
এভিরূপে অশ্বমেধ হইলেক শেষ।
অশেষ প্রকাশ করি করিল বিশেষ ॥
যজ্ঞশেষে রাজা করয়ে দান।
সুবর্ণ সইশ কোটি করিলেক দান ॥
চারি চারি বিপ্রেরে জে এহি দান দিল।
বসসেরে (?) দক্ষিণা তবে বসুমতী দিল
না লইল পৃথিবীদান * * মোর সুত।
সবিস্ময় সর্ব্বলোক চাহএ অদ্‌ভুত ॥
ধরা লইয়া ব্যাসমুনি আনন্দিত হইয়া মন
ধর্ম্মরাজা সম্বোধিয়া বুলিল বচন ॥

অঙ্গি করি পৃথিবী তোহ্মারে দিল পুনি।
পৃথিবীর সব ধন দেয় মনে গণি॥
যুধিষ্ঠিএ বোলিল না হএ কদাচিত।
পৃথিবী দক্ষিণা অশ্বমেধ সমুদিত॥
বিভজিয়া ব্রাহ্মণেরে করে ভূমিদান।
মুই পুনি তোহ্মারে দিমু সেই দান॥
এহি কথা কহিয়া তবে কুন্তীর নন্দন।
সাধু সাধু বলিলেক যত দেবগণ॥
পুনি ব্যাসমুনি বলিল সাদরে।
আহ্মার বচন শুন ধর্ম্ম নৃপবরে॥
তুহ্মি দিলা পৃথিবীদান লইল আহ্মি।
পুনি মোর নিবেদন শুনহ যে তুহ্মি॥
দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ আমি চাহি রত্ন ধন।
বসুমতী প্রতিগ্রহ কোন্ প্রয়োজন॥
পরিবর্ত্তে হিরণ্য ব্রাহ্মণে দেয় দান।
তুহ্মি বসুমতী রাখ কর অবধান॥
এই কথা আদরিয়া দেয় জনার্দ্দন।
উপদেশ প্রবোধক পাণ্ডুর নন্দন॥
ব্যাসের বচন লজ্ঘিলে হএ দোষ।
হিরণ্য বদলে দিয়া কর পরিতোষ॥
কৃষ্ণের বচন তবে রাজাএ ধরিল।
কোটি কোটি সুবর্ণ ব্রাহ্মণেরে দিল॥
হেন কর্ম্ম পৃথিবীতে না করিল আন
ধর্ম্মে সে করিল অশ্বমেধ সন্নিধান॥
প্রসন্ন হইয়া ব্যাস লইল রত্নধন।
ভাগ করিয়া তবে দিল যত মুনিগণ॥
(সন্তর্পিয়া পাঠাইল ধর্ম্মের নন্দন)

* * * *

কৃষ্ণ বলভদ্র শাম্ব আদি করি।

* * * *

পুত্রবধূ কুন্তি নিবেদিল ততক্ষণ।

* * * * *

শ্বশুরে দিল ধন মাথে করি লইল।
কাল পাইয়া কুন্তিএ ব্রাহ্মণে বেদিল॥
পৃথিবীতে নিবেদিয়া করিল অনুরাগ।
সর্ব্বপাপ বিমুক্তিয়া হইল মহাভাগ॥
ভ্রাতৃগণ সমে রাজা হইল পাপমুক্ত।
অবধোতে স্নান কৈল যেন বিধিমত॥
যজ্ঞ অবশেষে স্নান অদভুত কাম।
সর্ব্বজন মুক্ত হইল পুরিল মনস্কাম॥
মণিপুরে পুত্র পাঠাইল সন্তর্পিয়া।
দুঃখনার পুত্র আইল রাজ্য দিয়া॥
যথাতথা হতে আইল নৃপগণ।
সন্তর্পিয়া পাঠাইল ধর্ম্মের নন্দন॥
কৃষ্ণ বলভদ্র শাম্ব আদি করি।
আর যত মহারাজ বিক্রম কেশরী॥
সকল তুষিল রাজা দিয়া রত্নধনে।
জার জে দেশে পাঠাইল সন্নিধানে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বর্ণ উপবর্ণ।
সংখ্যা করিয়া * * কৈল * * ধর্ম্ম॥
দরিদ্রতা দূর কৈল যত বসুমতী।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধর্ম্মের সন্ততি॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যত তন্ত্রের সার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥
নসগর পরাগল খানের তনয়।
সংগ্রামে বিজয় খান মহাশয়॥
অষ্টাদশ ভারতের পুরাণ বাখান।
রাত্রি দিন ভারতের কথা অবধান॥
অশ্বমেধ সমর্পিয়া হরষিত মন।
স্বর্গেত হইল তবে পুষ্প বরিষণ॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোক তরি॥

ইতি অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত।